ভ্রাতৃসংঘ

১ম পরিচ্ছেদ
ভ্রাতৃসংঘের দায়িত্ব ও কর্তব্য

১
গৃহত্যাগী সদস্যগণ/ভিক্ষু সংঘ

১। যে ব্যক্তি আমার শিষ্য হতে চায়, তাকে তার পারিবারিক সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করতে সম্মত হতে হবে, পার্থিব সামাজিক জীবন যাত্রা এবং সম্পদের উপর নির্ভরশীলতা পরিত্যাগ করতে হবে।

যে ধর্মের জন্য উপরোক্ত সব সম্পর্ক ছিন্ন করছে এবং যার শরীরে বা মনে এগুলোর প্রতি কোন দাবী নেই, সেই হবে আমার শিষ্য এবং তাঁকে গৃহত্যাগী সদস্য বলা হবে বা ভিক্ষু হিসেবে বলা হবে।

যদিও তার পা গুলো আমার পদচিহ্নে বিলীন হয়ে গেছে, এবং তার হস্তযুগল আমার পরিধেয় বসন বহন করছে, তথাপিও তার মন যদি লোভ দ্বারা তাড়িত হয়, সে আমার কাছ থেকে অনেক দূরে অবস্হান করছে। যদিও সে ভিক্ষুর মতো পোশাক পরিধান করে, কিন্তু আমার শিক্ষা গ্রহণ না করে, সে আমার দর্শন লাভ করতে পারবে না।

কিন্তু যদি সে মন থেকে সকল মোহকে সরিয়ে ফেলতে পারে এবং তার মনকে পরিশুদ্ধ ও শান্ত রাখতে পারে, তাহলে সে হাজার মাইল দূরে থাকলেও আমার কাছাকাছি থাকবে। যদি সে ধর্মকে গ্রহণ করে, তাহলে তার মধ্যে আমার দর্শন লাভ করতে পারবে।

২। হে আমার শিষ্যরা, গৃহত্যাগী সদস্যদের চারটি নিয়ম মেনে চলতে হবে এবং এর উপর ভিত্তি করে তাদের জীবন গড়ে তুলতে হবে।

প্রথমতঃ, তাদেরকে পুরানো এবং পরিত্যক্ত বস্ত্রাদি পরিধান করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, তারা পিন্ডপাতের মাধ্যমে খাদ্য সংগ্রহ করবে। তৃতীয়তঃ, যেখানে রাত্রি নেমে আসবে সেখানে তাদেরকে গাছের নীচে বা পাথরের উপরে আশ্রয় নিতে হবে। চতুর্থতঃ, তারা বিশেষ ধরনের ঔষধ ব্যবহার করবে যা তাদের ভ্রাতৃগণের পরিত্যাজ্য স্ব-মূত্র দ্বারা তৈরী হবে।

ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে এক বাড়ী হতে অন্য বাড়ীতে যাওয়া গৃহত্যাগীদের জীবন যাপনের একটি অংশ। কিন্তু একজন গৃহত্যাগী ব্যক্তিকে অন্য কেহ এ কাজে বাধ্য করতে পারবে না। সে কোন পরিস্থিতির চাপে বা প্রলোভনের দ্বারা একাজে বাধ্য হবে না। সে ইহা নিজে স্ব ইচ্ছায় সম্পাদন করবে কারণ সে জানে যে, বিশ্বাসের জীবন তাকে জীবনের মোহ থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে, তাকে দুঃখ এড়াতে সাহায্য করবে এবং তাকে জ্ঞান অর্জনের পথে পরিচালিত করবে।

গৃহত্যাগী ব্যক্তিদের জীবন এত সহজ নয়; যদি সে তার মনকে লোভ এবং দ্বেষ থেকে মুক্ত করতে না পারে অথবা সে যদি তার মন বা পঞ্চইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে, তাহলে কারো এরূপ জীবন যাপনে আসা উচিৎ নয়।

৩। যে গৃহত্যাগী সদস্য হবে, তাকে অবশ্যই বিশ্বাস স্হাপন করতে হবে যে, কেউ যদি তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, তাকে অবশ্যই উত্তর দিতে সক্ষম হতে হবে এই বলে যে ঃ

"গৃহত্যাগীদের সদস্যভুক্ত হতে হলে যা কিছু অঙ্গীকার করা প্রয়োজন আমি তা স্ব ইচ্ছায় প্রতিপালন করবো। আমি এর প্রতি আন্তরিক থাকব এবং এরূপ গৃহত্যাগী হওয়ার উদ্দেশ্যগুলোও পূরণ করতে সচেষ্ট থাকব। আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব যারা আমাকে দান দিয়ে সাহায্য করছে। আমার আন্তরিকতা ও সৎ জীবন যাপনের মাধ্যমে আমি তাদের সুখী করতে সচেষ্ট থাকব।"

ভ্রাতৃসংঘের দায়িত্ব ও কর্তব্য

গৃহত্যাগী সদস্য হতে গেলে তাকে বিভিন্নভাবে প্রশিক্ষণ নিতে হবে ঃ যখন সে কোন কাজে ব্যর্থ হয়, তখন তাকে অবশ্যই লজ্জা ও অসম্মানকে অতিক্রম করে তা স্বীকার করতে হবে। যদি তার জীবনযাত্রাকে পরিশুদ্ধ রাখতে হয়, তাকে অবশ্যই শরীর, বাক্য ও মনকে বিশুদ্ধ রাখতে হবে। তাকে অবশ্যই তার পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে পাহারা দিয়ে রাখতে হবে। কিছু আনন্দ উপভোগ করার জন্য তার নিজের মনের উপর নিয়ন্ত্রণ হারানো উচিৎ নয়, নিজের প্রশংসা এবং অন্যের নিন্দা করা উচিৎ নয়; এবং তার কোনভাবেই অলস হওয়া উচিৎ নয় বা দীর্ঘক্ষণ ঘুমে সময় কাটানো উচিৎ নয়।

সন্ধ্যার সময় শান্তভাবে বসে ভাবনা করতে পারে মতো তাকে এমন একটি সময় ঠিক করতে হবে এবং ভাবনা শেষ করার পূর্বে কিছুক্ষণ চক্রমন করার সময়ও ঠিক করে রাখতে হবে। আরামদায়ক ঘুমের জন্য দু'পা একসাথে রেখে ডানপার্শ্ব হয়ে বিশ্রাম নেয়া উচিৎ এবং ঘুমানোর পূর্বে তার শেষ চিন্তা হওয়া উচিৎ পরবর্তীদিন ভোর কখন সে ঘুম থেকে উঠবে। ভোরেও শান্তভাবে বসে ভাবনা অনুশীলনের জন্য এবং ভাবনা শেষ হওয়ার পরে চক্রমনের জন্য অন্য একটি সময় নির্ধারণ করে রাখতে হবে।

সমস্ত দিন অতিবাহিত করার সময় তার সদা সতর্ক মনে অবস্হান করা উচিৎ। দেহ ও মন উভয়কে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। সকল প্রকার লোভ, দ্বেষ, মোহ, তন্দ্রাভাব, অমনোযোগিতা, দুঃখপ্রকাশ, এবং সন্দেহ মূলক বৈষয়িক তৃষ্ণা হতে দেহ ও মনকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে।

এভাবে, তার মনকে স্হিতিশীল অবস্হায় রেখে, সে সর্বোত্তম প্রজ্ঞার অনুশীলন করতে পারে এবং একমাত্র উদ্দেশ্য সম্যক জ্ঞান অর্জনের দিকে নিজেকে পরিচালিত করতে পারে।

৪। যদি গৃহত্যাগী কোন ব্যক্তি, নিজেকে ভুলে গিয়ে, লোভ, দ্বেষ, তিক্ততা, হিংসা, মান, আত্ম-প্রশংসা, বা অবিশ্বস্ততা ইত্যাদিতে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তাহলে সে হবে

দুইধার তীক্ষ্ণ ধারালো তলোয়ারবাহী ব্যক্তি যা কেবলমাত্র পাতলা কাপড় দ্বারা আবৃত।

কেবলমাত্র ভিক্ষু বস্ত্র পরিধান করেও হাতে ভিক্ষা পাত্র নিয়ে বসবাসকারীকে গৃহত্যাগী বলা যায় না। আবার কেবল মাত্র সূত্র আবৃত্তি করতে পারলেই তাকে গৃহত্যাগী বলা হয় না। সে হবে একজন অন্তঃসার শূন্য লোক মাত্র, আর কিছুই নয়।

এমনকি যদি তার বাহ্যিক আবরণ ভিক্ষুর মতো হলেও, সে জাগতিক তৃষ্ণা হতে মুক্ত হতে পারে না। কাজেই সে গৃহত্যাগী ব্যক্তি নয়; বরং তাকে ভিক্ষুবস্ত্রধারী অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুই বলা যাবে।

যে জন নিজের মনকে স্থিতিশীল ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে; যে জন প্রজ্ঞা অর্জন করেছে, যে জন সব জাগতিক তৃষ্ণা হতে মুক্ত এবং যার একমাত্র লক্ষ্য জ্ঞান অর্জন করা; কেবল মাত্র তাদেরকেই প্রকৃত গৃহত্যাগী হিসেবে বলা যায়।

একজন সত্যিকার গৃহত্যাগী ব্যক্তি তাঁর চূড়ান্ত লক্ষ্য জ্ঞান অর্জনের দিকে এগিয়ে যেতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকবে। এতে যদি তার শরীরের শেষ রক্তবিন্দু নিঃশেষ হয়ে যায়, বা তার হাড় ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণও হয়ে যায়। এরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সম্পন্ন ব্যক্তিরা যদি তাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করে, এবং এ প্রচেষ্টায় দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে, তখন তাদের পুণ্যময় কাজের দ্বারা একদিন তারা অবশ্যই লক্ষ্যার্জনে সক্ষম হবেন।

৫। গৃহত্যাগী ব্যক্তিদের পবিত্র কাজ হলো, বুদ্ধের পবিত্র শিক্ষার আলো প্রচারের মাধ্যমে চারিপাশ আলোকিত করা। সে সবাইকে সমভাবে শিক্ষা দেবে; বুদ্ধের শিক্ষা সম্পর্কে যারা জানে না, তাদেরকে বুদ্ধের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করাতে সচেষ্ট হবে; মিথ্যা দৃষ্টির হাত থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করতে হবে; সম্যক দৃষ্টির প্রতি জনসাধারণকে সহযোগিতা করতে হবে; তার জীবনের বিপদাপন্ন অবস্থা জেনেও তাকে সর্বত্র বুদ্ধের শিক্ষা প্রচারে বের হতে হবে।

ভ্রাতৃসংঘের দায়িত্ব ও কর্তব্য

গৃহত্যাগী সদস্যদের পবিত্র কাজ সহজ নয়, তাই যারা এ পথে আসতে চায় তাদেরকে বুদ্ধের পরিধেয় বস্ত্র পরিধান করতে হবে, বুদ্ধের আসনে অধিষ্ঠিত হতে হবে এবং বুদ্ধের জ্ঞানজগতে প্রবেশ করতে হবে।

বুদ্ধের পূতপবিত্র বস্ত্র পরিধান করা মানে, বিনম্র ও অধ্যবসায়ী হওয়ার জন্য অনুশীলন করা। বুদ্ধের আসনে অধিষ্ঠিত হওয়া মানে, কোন বস্তুকে অসার হিসেবে দেখা এবং এর প্রতি আসক্তিপরায়ণ না হওয়া। বুদ্ধের পূতপবিত্র জ্ঞানজগতে প্রবেশ করা মানে, তার দ্বারা প্রদর্শিত সকল প্রাণীর প্রতি মহাকরুণাপরায়ণ ও সহানুভূতিশীল হওয়া।

৬। যারা বুদ্ধের ধর্ম শিক্ষা দিতে ইচ্ছুক, তাদেরকে অবশ্যই সর্বজন গ্রহণযোগ্য চারিটি বিষয় সম্পর্কে বিবেচনা করা উচিৎ। প্রথমতঃ, তারা তাদের নিজের চারিত্রিক পবিত্রতা সম্পর্কে সচেতন থাকবে। দ্বিতীয়তঃ, যখন তারা অন্যের সাথে সম্পর্ক স্হাপন করে এবং অন্যকে শিক্ষা দান করে তখন তাদের প্রতি শব্দ ব্যবহারে সতর্ক থাকবে। তৃতীয়তঃ, তাদের শিক্ষা দানের উদ্দেশ্য এবং শেষ পর্যন্ত এর দ্বারা কি অর্জন করতে পারে সে সম্পর্কে সচেতন থাকবে। পরিশেষে, তাদেরকে মহামৈত্রী সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে।

প্রথমতঃ, ধর্মশিক্ষা দানের জন্য একজন উপযুক্ত শিক্ষক হতে হলে গৃহত্যাগী সদস্যদের পদযুগল ধৈর্য্য নামক ভিতের উপর ভালোভাবে স্হাপন করতে হবে। তাকে অবশ্যই বিনয়ী হতে হবে; এবং কখনোই চরমভাবাপন্ন বা প্রচারমুখী হওয়া যাবে না। তাকে সবসময় বস্তুর অনিত্যতা সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে; এবং কোন কিছুর প্রতি সে আসক্তিপরায়ণ হতে পারবে না। যদি সে উল্লেখিত বিষয় সম্পর্কে বিবেচনা করে তা সম্পাদন করে, তাহলে সে সৎ চরিত্রবান হতে সক্ষম।

দ্বিতীয়তঃ, তাকে অবশ্যই মানুষ এবং অবস্হার সাথে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। তাদেরকে সর্বদা কর্তৃত্বপরায়ণ ব্যক্তি এবং অকুশল জীবন যাপন করে, এরূপ লোকদের থেকে দূরে থাকতে হবে। তাকে অবশ্যই ব্যভিচার হতে বিরত থাকতে

হবে। অতঃপর, মানুষকে অবশ্যই বন্ধুভাবে গ্রহণ করতে হবে। তাকে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, সব জিনিসগুলো একটি সমন্বিত কার্য-কারণ নিয়মেই উৎপন্ন হয়, এবং তার উপরেই নির্ভরশীল। তাই কোন মানুষকে দোষারোপ বা নিন্দা করা উচিৎ নয়, অথবা তাদের ভুল সম্পর্কে সমালোচনা করা উচিৎ নয়, অথবা তাদেরকে হাল্কাভাবে গ্রহণ করা উচিৎ নয়।

তৃতীয়তঃ, সে অবশ্যই তার মনকে শান্ত অবস্থায় রাখবে। বুদ্ধকে তার মনে আধ্যাত্মিক পিতা হিসেবে গ্রহণ করবে। অন্য যে সকল গৃহত্যাগী সদস্যরা জ্ঞান অর্জনের জন্য বুদ্ধের শিক্ষায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে, তারা বুদ্ধকে আপন শিক্ষক হিসেবে মনে করবে। আর তখনই বুদ্ধানুগত সবাইকে সে মহামৈত্রীচিত্তে দর্শন ও গ্রহণ করতে পারবে। অতএব, সে অবশ্যই সকলকে সমভাবে শিক্ষা দান করতে পারবে।

চতুর্থতঃ, অবশ্যই তার করুণা পরায়ণতাগুণকে সে সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেবে; যেভাবে বুদ্ধ সর্বজীবের প্রতি সর্ব্বোচ্চ মাত্রায় প্রদর্শন করেছিলেন। বিশেষতঃ তাঁর করুণাময় দৃষ্টিভঙ্গীকে ঐসব ব্যক্তিদের প্রতি প্রদর্শন করেছেন যারা জ্ঞান অর্জনের পন্থা সম্পর্কে তেমন জানে না। তার আশা করা উচিৎ যে, ঐ ব্যক্তিরা অবশ্যই জ্ঞান অর্জনের দিকে ধাবিত হবে। অতএব, তার উচিৎ নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনের দিকে এবং তাদের উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রসর হওয়া।

২
গৃহী অনুসারীগণ

১। পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে, বুদ্ধের অনুসারী হতে হলে তাদেরকে অবশ্যই ত্রিরত্নের শরণাপন্ন হতে হবে। বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘকে ত্রিরত্ন বলা হয়; যেহেতু এ তিনটি জীবন দুঃখের চির অবসানে মহামূল্য রত্ন সদৃশ।

গৃহী অনুসারী হতে হলে তাদেরকে অবশ্যই বুদ্ধের প্রতি অটল বিশ্বাস থাকতে

হবে, তাঁর শিক্ষার প্রতিও অবিচলিত বিশ্বাস থাকতে হবে, তাঁর শিক্ষা ও শীল প্রতিপালন করতে হবে এবং সংঘের প্রতি বিশ্বাস রেখে, তাঁদের প্রতি ভ্রাতৃত্ববোধ পোষণ করতে হবে।

গৃহী অনুসারীদেরকে পঞ্চশীল পালন করা উচিৎ। এগুলো হলো, হত্যা না করা, চুরি না করা, ব্যভিচার না করা, মিথ্যা না বলা বা প্রতারণা না করা এবং মদ্যদ্রব্যাদি সেবন না করা।

গৃহী অনুসারীদেরকে সর্বদা মনে রাখতে হবে, তারা শুধু ত্রিরত্নের স্মরণাপন্ন হলে হবে না এবং শুধু শীল পালন করলে হবে না; এছাড়াও তাদের উচিৎ যতদুর সম্ভব অন্যদেরকে তা অনুসরণ করতে সাহায্য করা। বিশেষতঃ তাদের আত্মীয় ও বন্ধুদের মনে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি অটল বিশ্বাস জাগাতে অবিরাম চেষ্টা করা, যাতে তারাও বুদ্ধের অশেষ করুণার অংশ লাভ করতে পারে।

গৃহী অনুসারীদের সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, তারা ত্রিরত্নের উপর বিশ্বাস এবং বুদ্ধ অনুসৃত শীল প্রতিপালন করছে এ জন্যে যে, তাদের চুড়ান্ত লক্ষ্য হলো জ্ঞান অর্জন করা, এবং এ কারণে তৃষ্ণার রাজ্যে বাস করা সত্ত্বেও তাদের উচিৎ এর দ্বারা প্রভাবিত না হওয়া।

গৃহী অনুসারীদের সর্বদা এটা মনে রাখতে হবে, আজ হোক বা কাল হোক তারা তাদের পিতা মাতা স্বরূপ বুদ্ধের ন্যায় সংঘ পরিবারের অংশ হিসেবে এ জীবন ও মরণ হতে একদিন তাদেরকে মুক্তি পেতেই হবে। সুতরাং তাদেরকে এ জীবনে কোন বস্তুর প্রতি আসক্তপরায়ণ হওয়া উচিৎ নয়, বরং তাদের উচিৎ মনকে জ্ঞান জগতে প্রবেশ করানো, যেখানে উৎপন্ন ও বিলয় হওয়ার মতো কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

২। যদি গৃহী অনুসারীরা বুদ্ধের শিক্ষার প্রতি আন্তরিক ও নিরবিচ্ছিন্ন বিশ্বাস স্হাপন করতে পারে, তাহলে তারা তাদের মনের অভ্যন্তরে শান্তিপূর্ণ সুখের অনুভূতিও অর্জন করতে পারবে; যা তাদেরকে চতুর্দিকে আলোকিত করবে এবং

এমনকি মৃত্যুর পরেও তা তাদের পশ্চাতে প্রতিফলিত হবে।

বিশ্বাসে ভরা মন পবিত্র ও শান্ত হয়, সর্বদা ধৈর্য্যশীল হয় এবং সহিষ্ণুতা পরায়ণ হয়। তারা কখনও অযৌক্তিক তর্ক করে না, কখনো তারা অন্যের দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায় না বরং সর্বদা ত্রিরত্ন--বুদ্ধ রত্ন, ধর্ম রত্ন ও সংঘ রত্নের কথা স্মরণ করে। এতে করে সুখ তাঁদের মনে স্বতস্ফুর্তভাবে উৎপন্ন হয় এবং জ্ঞান অর্জনের জন্য তাঁদের মনকে চতুর্দিক থেকে আলোকিত করে তোলে।

যেহেতু তারা বিশ্বাসের দ্বারা বুদ্ধের অতি নিকটে অবস্হান করছে, সেহেতু তারা স্বার্থপরতা থেকে অনেক দূরে অবস্হান করে। তারা তাদের সম্পত্তির প্রতি আসক্তিপরায়ণ হয় না। তাই তারা তাদের দৈনন্দিন জীবন যাপনেও অপরের সমালোচনায় ভীত হয় না।

তাদের মনের মধ্যে কোন ভয় থাকবে না, কারণ মৃত্যুর পরে ভবিষ্যতে তারা বুদ্ধভূমিতে জন্মগ্রহণ করবে, এরূপই বিশ্বাস করে। যেহেতু বুদ্ধের সত্যতা ও পবিত্র শিক্ষার প্রতি তাদের বিশ্বাস আছে, সেহেতু তাদের কোনরূপ ভয় ছাড়াই মুক্তভাবে তারা তাদের চিন্তা ভাবনা প্রকাশ করতে পারে।

যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের মন সকল প্রাণীর প্রতি করুণা দ্বারা পরিপূর্ণ, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা মানুষে মানুষে কোনরূপ ভেদাভেদ সৃষ্টি করে না, বরং সকলকে সমান চোখে দেখে। যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের মন পছন্দ অপছন্দ হতে মুক্ত থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মন বিশুদ্ধ ও স্হিতিশীল থাকবে। ফলে যে কোন শুভকর্ম সম্পাদন, তাদের জন্য সুখকর হবে।

তারা দুর্দশায় বা সমৃদ্ধির মধ্যে বাস করলেও, তা তাদের মধ্যে বিশ্বাসের হ্রাস বৃদ্ধিতে কোনরূপ পার্থক্য সৃষ্টি করে না। যদি তারা বিনয় অনুশীলন করে, বুদ্ধের শিক্ষাকে শ্রদ্ধা করে, কথায় ও কাজে যদি একমত থাকে, প্রজ্ঞা দ্বারা যদি তাদের জীবন পরিচালিত হয়, তাদের মন যদি পর্বতের ন্যায় অনড় হয়, তাহলে তারা জ্ঞান অর্জনের পথে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যাবেই।

যদি তারা কঠিন অবস্থা বা অসৎ লোকের মধ্যে বসবাস করতে বাধ্য হয়, তবুও যদি তারা বুদ্ধের প্রতি বিশ্বাস রাখতে পারে, তাহলে তারা ভাল কাজের দিকে পরিচালিত হবেই।

৩। সুতরাং তাদের প্রথমেই উচিৎ বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণ করা।

যদি কেউ তাদেরকে বলে যে, জ্ঞান অর্জনের জন্য তোমাদেরকে আগুনের মধ্য দিয়ে গমন করতে হবে, তখন এরূপ আগুনের মধ্য দিয়ে গমনেও তাদের সদিচ্ছা থাকা উচিৎ।

আগুনে পরিপূর্ণ এ পৃথিবীর মধ্যে বাস করেও আমরা বুদ্ধের নাম স্মরণ করার মাধ্যমে সন্তুষ্টি লাভ করতে পারি।

যদি কেউ বুদ্ধের শিক্ষা অনুসরণ করতে ইচ্ছা পোষণ করে, তাদের কোনভাবেই অহংকারী ও স্বেচ্ছাচারী হওয়া উচিৎ নয়, বরং সকলের প্রতি সমভাবে সদিচ্ছা পোষণ করা উচিৎ। তাদের উচিৎ শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা করা, যারা সেবাপরায়ণ তাদেরকে সেবা করা এবং সকলের প্রতি একই দয়াশীলতা প্রদর্শন করা।

এভাবে সাধারণ অনুসারীদের প্রথমে তাদের মনকে প্রশিক্ষিত করে তুলতে হবে এবং অন্যদের কাজের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া উচিৎ নয়। এভাবেই তাদের বুদ্ধের শিক্ষাকে গ্রহণ এবং অনুশীলন করা উচিৎ, তাহলো কারো প্রতি পরশ্রীকাতর না হওয়া, অন্যদের দ্বারা অন্ধভাবে প্রভাবিত না হওয়া এবং অন্যদের পথ অনুসরণ না করা।

যে বুদ্ধের শিক্ষাকে বিশ্বাস করে না, তার দৃষ্টিভঙ্গী খুবই সংকীর্ণ এবং বলা যায় তার মনও স্বচ্ছ নয়। কিন্তু যারা বুদ্ধের শিক্ষাকে বিশ্বাস করে, তারা এও বিশ্বাস করে, আমাদের চারিপার্শ্বে বিশাল এক জ্ঞানের জগত আছে এবং মহামৈত্রী আমাদের সবাইকে ঘিরে আছে, এ বিশ্বাসের শক্তিতে সে অসৎ লোকদের দ্বারা তাড়িত হয় না।

৪। যারা বুদ্ধের শিক্ষা শ্রবণ করে এবং গ্রহণ করে তারা জানে যে, তাদের জীবন ক্ষনস্হায়ী এবং তাদের শরীর হলো কেবলমাত্র দুঃখের সমষ্টি এবং সকল অকুশলের উৎস। তাই তাদের শরীরের প্রতি মোহগ্রস্ত হওয়া উচিৎ নয়।

একই সময়ে, তাদের নিজ শরীরের প্রতি যত্ন নেয়াকে অবজ্ঞা করাও উচিৎ নয়, একারণে যে, তারা শরীরের মাধ্যমে কেবল শারীরিক আনন্দ উপভোগ করতে ইচ্ছুক নয় বরং জ্ঞান অর্জন এবং এই পথ সম্পর্কে অন্যদেরকে ব্যাখ্যা করার জন্যে শরীরের অস্হায়ী একটা গুরুত্বও রয়েছে।

শরীরের প্রতি সঠিক যত্ন না নিলে তা দীর্ঘস্হায়ী হবে না। তাই তারা দীর্ঘ দিন যদি না বাঁচে তাহলে ব্যক্তিগতভাবে বুদ্ধের শিক্ষাকে অনুশীলন করতে পারবে না অথবা তা অন্যদের নিকট প্রচারও করতে পারবে না।

যদি কোন লোক নদী পার হতে চায়, তাহলে তার ভেলা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। যদি কেহ ঘোড়ায় চড়ে দীর্ঘ ভ্রমণে যেতে চায়, তাহলে তাকে ভালো করে তার ঘোড়ার যত্ন নিতে হবে। অনুরূপভাবে, যদি কোন ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করতে চায়, তাহলে তাকে তার শরীরের প্রতি যত্ন নিতে হবে।

বুদ্ধের শিষ্যদের অবশ্যই চীবর পরিধান করতে হয় শরীরকে অতি তাপ ও শীত থেকে রক্ষা করার জন্য, এবং ব্যক্তিগত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে ঢাকার জন্যে, কিন্তু ইহা শরীরের শোভা বর্ধনের জন্য নহে।

তাদেরকে অবশ্যই খাদ্য গ্রহণ করতে হয় শরীরের পুষ্টি যোগানোর জন্যে, যাতে তারা বুদ্ধের শিক্ষা শ্রবণ, গ্রহণ ও প্রচার করতে পারে। কিন্তু শক্তি মত্ততা প্রদর্শনের জন্য খাদ্য গ্রহণ করা নয়।

তাদের অবশ্যই জ্ঞান জগতে বাস করা উচিৎ, কারণ জাগতিক মোহের চোরগুলো হতে এবং কুশিক্ষার ঝড় থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্যে। কিন্তু এ জ্ঞানজগতকে স্বার্থপর কোন কাজে ব্যবহার না করে, সার্বজনীন কল্যাণের উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করা উচিৎ।

ভ্রাতৃসংঘের দায়িত্ব ও কর্তব্য

এভাবেই, তাদের দৈনন্দিন ব্যবহার্য বস্তুকে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন এবং আন্তরিকভাবে জ্ঞান অর্জনে ও সেই শিক্ষাকে ব্যবহার করা উচিৎ। তাদের উচিৎ নয় ভোগ্যবস্তুর উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করা বা স্বার্থের কারণে এগুলোর উপর মোহগ্রস্ত হয়ে পড়া; বরং অন্যের কাছে জ্ঞান অর্জনের শিক্ষা পৌঁছে দেয়ার মতো মহৎ উদ্দেশ্যে এগুলোকে ব্যবহার করা উচিৎ।

অতএব, তারা পরিবারের সাথে বাস করলেও তাদের মন সবসময় বুদ্ধের শিক্ষার সাথে অবস্থান করা উচিৎ। তাদের উচিৎ, পরিবারের সাথে জ্ঞানগর্ভ এবং সহানুভূতিমূলক আচরণ করা এবং তাদের মনে শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস জাগ্রত করার জন্য বিভিন্ন উপায়ে চেষ্টা করা।

৫। বুদ্ধের গৃহী সংঘ সদস্যদেরকে প্রতিদিন নিম্নোক্ত পাঠ অনুশীলন করতে হয়, কিভাবে তাদের পিতা মাতার সেবা করতে হয়, কিভাবে তাদের স্ত্রী পুত্রদের ভরণ পোষণ করতে হয়, কিভাবে তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয় এবং কিভাবে বুদ্ধের ও সংঘের সেবা করতে হয়।

পিতা মাতার প্রতি সর্বোত্তম সেবা প্রদর্শন করতে হলে এবং স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে সুখে বাস করতে হলে, তাদেরকে সকল প্রাণীর প্রতি দয়া প্রদর্শনের বিষয়টি শিখতে হয় এবং লোভ ও আত্মসুখের মতো চিন্তাগুলো থেকে নিজেকে দূরে রাখতে হয়।

পারিবারিক জীবনে তারা যে গানের সুর শুনে থাকে, সেগুলোর চেয়ে সুমধুর বুদ্ধের শিক্ষার সুর তাদের শুনা উচিৎ। যখন তারা পরিবারের আশ্রয়ে বসবাস করে তখন তাদের উচিৎ ধ্যান অনুশীলনের মাধ্যমে আরও নিরাপদ আশ্রয়ের অনুসন্ধান করা, যার মাধ্যমে জ্ঞানী লোকেরা সকল অবিশুদ্ধ এবং ভোগান্তির হাত থেকে মুক্তি অর্জনের কামনা করে।

যখন গৃহী লোকেরা কোন কিছু দান করতে চায়, তখন তাদের উচিৎ হৃদয় থেকে সমস্ত লোভকে ত্যাগ করা। যখন তারা বিপুল পরিমাণ মানুষের মধ্যে থাকে, তখন তাদের উচিৎ জ্ঞানী লোকদের সংসর্গ কামনা করা। যখন তারা দুর্ভাগ্যের মুখামুখি

হয়, তখন তাদের উচিৎ মনকে শান্ত এবং অনাসক্ত অবস্থায় রাখা।

যখন তারা বুদ্ধের আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন তাদের উচিৎ তাঁর জ্ঞান প্রার্থনা করা।

যখন তারা ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন তাদের উচিৎ এর সত্যতা প্রার্থনা করা যা জ্ঞানের সমুদ্রের ন্যায়।

যখন তারা সংঘের আশ্রয় প্রার্থনা করে, তখন তাদের উচিৎ একক স্বার্থপরতাকে ভুলে গিয়ে শান্তিপূর্ণ ভ্রাতৃত্ববোধের প্রার্থনা করা।

যখন তারা বস্ত্র পরিধান করে, তখন তাদের উচিৎ সদগুন ও বিনয়ের মতো মনে আবরণ পরিধানের কথা মনে রাখা।

যখন তারা নিজেদেরকে মুক্ত হিসাবে দেখতে চায়, তখন তাদেরকে অবশ্যই সকল প্রকার লোভ, দ্বেষ ও মোহকে তাদের অন্তর থেকে বিতাড়িত করতে হবে।

যখন তারা কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে পাহাড়ী রাস্তা দিয়ে উপরের দিকে উঠতে থাকে, তখন তাদের মনে রাখা উচিৎ, তারা এখন জ্ঞান অর্জনের রাস্তার দিকে অগ্রসর হচ্ছে, যা তাদেরকে মোহের রাজ্য থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবে। আর তারা যখন সহজ পথ ধরে অগ্রসর হয়, তখন তাদের উচিৎ এরূপ সহজতর সুযোগকে কাজে লাগানো, যা তাদেরকে বুদ্ধত্বজ্ঞান অর্জনের দিকে ধাবিত করবে।

যখন তারা কোন সেতুর প্রয়োজন দেখে, তখন তাদের উচিৎ তা নির্মাণ করা; যার দ্বারা মানুষেরা পারাপার করতে পারে। বুদ্ধের শিক্ষাও এরূপ, যার দ্বারা মানুষেরা উপকৃত হয়।

যখন তারা একজন দুঃখী মানুষের সন্ধান পায়, তখন তাদের উচিৎ এই চির পরিবর্তনশীল পৃথিবীর বিদ্যমান দুঃখের তীব্রতা সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং

ভ্রাতৃসংঘের দায়িত্ব ও কর্তব্য

সাধ্যমতো দুঃখীর দুঃখ মোচনে তৎপর হওয়া।

যখন তারা একজন লোভী মানুষের দেখা পায়, তখন তাদের উচিৎ এই জীবনে আসা মোহগুলো থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্যে মনে অশেষ শান্তি ও সন্তুষ্টি উৎপাদন করা এবং ত্যাগময় জ্ঞানের সত্যিকার নির্যাস অর্জন করা।

যখন তারা সুস্বাদু খাদ্যের সন্ধান পায়, তখন তাদের উচিৎ নিজেদের মনকে প্রবোধ দিয়ে রাখা। আবার যখন স্বাদহীন খাবার দেখে, তখন তাদের এটাই প্রত্যাশা করা উচিৎ, এতে লোভ আর কোনদিন তাদের কাছে ফিরে আসবে না।

যখন তারা গ্রীষ্মের তীব্র তাপে যন্ত্রণা অনুভব করে, তখন তাদের জাগতিক মোহ তাপ থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখা উচিৎ এবং জ্ঞানের সুশীতল স্নিগ্ধ প্রশান্তি অর্জনের দিকে ধাবিত হওয়া উচিৎ। শীতের তীব্র শৈত্যপ্রবাহের সময় বস্ত্রহীনদের জন্যে তাদের অবশ্যই বুদ্ধের মহৎ করুণারূপ উষ্ণতার সন্ধান লাভ করা উচিৎ।

যখন তারা পবিত্র ধর্মগ্রন্হ থেকে আবৃত্তি করে, তখন তাদের উচিৎ তা না ভুলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া এবং তাদের পড়া বিষয়গুলোকে অনুশীলন করা।

যখন তারা বুদ্ধের কথা ভাবে, তখন তাদের অন্তরে এরূপ গভীরভাব পোষণ করা উচিৎ, বুদ্ধের ন্যায় দৃষ্টিশক্তি অর্জন করবো।

রাত্রে গভীর ঘুমে নিমগ্ন হওয়ার ন্যায়, তাদের আশা করা উচিৎ, তাদের দেহ, মন ও বাক্য কোন প্রদুষ্ট কাজে ব্যবহার না হওয়ার দরুন বিশুদ্ধিতা ও সতেজতা প্রাপ্ত হয়েছে। সকালে যখন তারা ঘুম থেকে উঠে, তখন তাদের প্রথম সংকল্পবদ্ধ হতে হবে যে, ঐ দিন তাদের মন অবশ্যই বিশুদ্ধ থাকবে, যাতে মনে উৎপন্ন সব কিছুই তারা বুঝতে পারে।

৬। যারা বুদ্ধের শিক্ষাকে অনুসরণ করে তারা বুঝতে পারে যে, বৈশিষ্ট্যগতভাবে সব কিছুই "অসার"। তাই মানুষের জীবনে যে বস্তুগুলো প্রবেশ করে, সেগুলোকে

হাল্কাভাবে নেয়ার কোন অবকাশ নেই। কিন্তু তারা এগুলোকে যেভাবে আগমন করে ঠিক সেভাবেই গ্রহণ করে এবং তারা এগুলোকে জ্ঞান অর্জনের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করে।

তাদের অবশ্যই এরূপ ভাবা উচিৎ নয় যে, এই পৃথিবীটা অর্থহীন এবং দ্বন্দ্বে পরিপূর্ণ। বস্তুতঃ অন্যদিকে জ্ঞানজগত অর্থপূর্ণ এবং শান্তিময়। তাই তাদের উচিৎ এই পৃথিবীর সকল বস্তুর মধ্যে জ্ঞানের স্বাদ আস্বাদন করা।

যদি কোন লোক অজ্ঞতা দ্বারা তাড়িত হয়ে আসক্তির চোখে এই পৃথিবীর দিকে তাকায়, তাহলে সে দেখবে, এই পৃথিবী ভুলে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। কিন্তু যদি সে সুস্পষ্ট প্রজ্ঞার মাধ্যমে অবলোকন করে, তাহলে সে একে জ্ঞানজগত হিসেবে দেখবে।

প্রকৃত বাস্তবতা হলো, এই পৃথিবীতে একটি মাত্র বিশ্ব আছে, দু'টি নয়। তাই একটি অর্থপূর্ণ এবং অন্যটি অর্থহীন, অথবা একটি ভাল এবং অন্যটি মন্দ এরূপ হতে পারে না। সাধারণত মানুষেরা তাদের পক্ষপাতমূলক মানসিকতার কারণেই, কেবল দু'টি পৃথিবীর কথা চিন্তা করে থাকে।

যদি তারা এসব পক্ষপাত দূর করতে পারে এবং তাদের মনকে প্রজ্ঞার আলো দ্বারা বিশুদ্ধ করতে পারে, তখন তারা একটি মাত্র পৃথিবী দেখতে পাবে যার সবকিছুই অর্থপূর্ণ।

৭। যারা বুদ্ধকে বিশ্বাস করে তারা এই পৃথিবীর সবকিছুতে এক অভিন্ন স্বভাব ধর্মতার উপস্থিতির স্বাদ অনুভব করে এবং ঐ একই মনে, তারা সকলের প্রতি সমান মৈত্রী এবং ব্যবহারে বিনম্র আচরণ প্রদর্শন করবে।

অতএব, তাদের উচিৎ মনের যাবতীয় অহংকার পরিত্যাগ করা এবং বিনয়, সৌজন্যতা ও সেবার মানসিকতা পোষণ করা। তাদের মন হবে ফলবান ভূমির ন্যায় যা সবকিছুকে পক্ষপাত ছাড়াই উর্বর করে তুলে, যা কোন প্রকার অভিযোগ

ছাড়াই ব্যবহার হয়ে আসছে, যা সহিষ্ণুতার সাথে সহ্য করে আসছে। এভাবেই তারা সবসময় প্রবল উৎসাহপূর্ণ হয়ে জ্ঞান সম্পদে গরীব লোকদের মনে বুদ্ধের শিক্ষার বীজ বপন করে প্রচুর পরিমাণে আনন্দলাভ করে থাকে।

যাদের মন গরীব লোকদের প্রতি করুণায় ভরপুর, তারা সকল মানুষের মাতৃতুল্য, সকলের শ্রদ্ধার পাত্র, সকলে তাদেরকে ব্যক্তিগত বন্ধু হিসেবে দেখে, এবং তাদেরকে সকলে পিতা মাতার মতো শ্রদ্ধা করে।

হাজার লোকও যদি বুদ্ধের গৃহী অনুসারীদের প্রতি কঠোর আচরণ এবং খারাপ ইচ্ছা পোষণ করে, তবুও তারা বুদ্ধানুসারীদের কোন ক্ষতি করতে পারে না। এরূপ ক্ষতিকে বিশাল সমুদ্রের পানিতে একফোঁটা বিষ ফেলার সাথে তুলনা করা যায়।

৮। একজন গৃহী বুদ্ধানুসারী তার স্মৃতিশক্তি, অনুধ্যান এবং কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন ইত্যাদি অভ্যাসের মধ্য দিয়ে সুখ উপভোগ করে। সে অনুধাবন করতে পারে, তার বিশ্বাস বুদ্ধের করুণা, এবং বুদ্ধের দ্বারাই ইহা তার কাছে আরোপিত হয়েছে।

বৈষয়িক আসক্তির ভূমিতে বিশ্বাসের কোন বীজ থাকে না। কিন্তু বুদ্ধের করুণার কারণে সেখানেও বিশ্বাসের বীজ বপন করা যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত মনের মধ্যে বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত মনের মাধ্যমে বিশুদ্ধিতা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পূর্বেই বলা হয়েছে, এরান্ডা গাছের বনে সুগন্ধিযুক্ত চন্দন গাছ জন্মাতে পারে না। অনুরূপভাবে, বুদ্ধের প্রতি বিশ্বাসের বীজও মোহপরায়ণ ব্যক্তির অন্তরে উৎপন্ন হতে পারে না।

কিন্তু, ফুলের সার্থকতা প্রকৃতপক্ষে প্রস্ফুটিত হওয়ার মাধ্যমে। তাই আমরা এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, মোহপরায়ণ ব্যক্তির অন্তরে যখন জ্ঞানপুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, তখন আমাদেরকে ভাবতে হবে যে, ইহার মূল অন্যত্র; উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়,

ইহার মূল বুদ্ধের অন্তর।

যদি কোন গৃহী বুদ্ধানুসারী আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে; সে তখন পরশ্রীকাতর, হিংসুক, ঘৃণাপরায়ণ এবং ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াবে। কারণ তার মন লোভ, দ্বেষ ও মোহের দ্বারা আসক্ত হয়ে পড়ছে। কিন্তু সে যদি আবার বুদ্ধের কাছে ফিরে আসে, তখন আবার সে বুদ্ধের জন্য মহৎ এক সেবা সম্পাদন করবে, যা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে।

২য় পরিচ্ছেদ

সত্যিকার জীবন ধারণের ব্যবহারিক নির্দেশনা

১

পারিবারিক জীবন

১। এটা ভাবা ভুল যে, দুর্ভাগ্য পূর্বদিক থেকে বা পশ্চিম দিক থেকে আসে; এগুলো মূলতঃ মানুষের মনেই উৎপন্ন হয়। সুতরাং, মানুষের মনের অভ্যন্তরকে অনিয়ন্ত্রিত রেখে বাহ্যিক অবস্থা থেকে দুর্ভাগ্যকে প্রতিহত করার চেষ্টা করা বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়।

এ পৃথিবীতে এমন কিছু প্রথা আছে যা প্রাচীনকাল থেকে চালু হয়ে আসছে, যা সাধারণ লোকেরা এখনও পর্যন্ত অনুসরণ করে চলছে। সকালে যখন তারা ঘুম থেকে উঠে তখন তারা প্রথমে দাঁত পরিস্কার করে এবং মুখ ধৌত করে, তারপর তারা ছয়দিকে যেমন, পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিন, উপরে এবং নিম্ন দিকে মস্তক অবনত করে শ্রদ্ধা নিবেদন করে; এবং প্রার্থনা করে, যেন কোন দিক থেকেই দুর্ভাগ্য তাদের কাছে না আসে এবং যাতে তারা শান্তিপূর্ণভাবে দিনাতিপাত করতে পারে।

কিন্তু বুদ্ধের শিক্ষানুসারে এটা ভিন্ন। বুদ্ধের শিক্ষানুসারে, আমাদেরকে ছয়টি সত্যের দিক নির্দেশনার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে হবে। তারপর প্রাজ্ঞতা ও ধার্মিকতার মাধ্যমে এগুলোকে আচরণ করতে হবে। এভাবেই আমরা সকল দুর্ভাগ্যকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবো।

এই ছয়দিকের দরজাকে পাহারা দেয়ার পর, আসক্তি মূলক 'চারি প্রকার কাজ' থেকে মনকে মুক্ত রাখতে হবে; 'চারিপ্রকার অকুশল মন'কে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে এবং 'ছয় প্রকার ছিদ্র'কে সংযমের ছিপির মাধ্যমে বন্ধ করতে হবে, যার কারণে ধন সম্পদ নষ্ট হয়।

'চারি প্রকার অকুশল কাজ' এর অর্থ হলো, হত্যা, চুরি, ব্যভিচার ও মিথ্যার ভাষণ করা।

'চারি প্রকার অকুশল মন' এর অর্থ হলো, লোভ, দ্বেষ, মোহ ও ভয়সম্পন্ন মন।

'ছয় প্রকার ছিদ্র' যার কারণে ধন সম্পদের হানি হয় তা হলো, মাদক দ্রব্য সেবনের ইচ্ছা এবং বোকার মত আচরণ, গভীর রাত পর্যন্ত জাগ্রত থাকা এবং মনের গভীরতা হারানো, সংগীত এবং অন্যান্য বিনোদনের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়া, জুয়া খেলা ও খারাপ সঙ্গীদের সাথে সম্পর্ক স্হাপন এবং নিজের কতর্ব্য কাজ সম্পাদনে অবহেলা করা।

এই চারি প্রকার আসক্তিকে অপসারণের পর, মনের চারি প্রকার খারাপ অবস্হাকে এড়ানো, এবং অপচয়ের ছয়টি ছিদ্রকে ছিপির মাধ্যমে বন্ধ করার পর, বুদ্ধের অনুসারীগণ সত্যের ছয়টি দিকনির্দেশনার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাতে পারে।

এখন জানা যাক্, সত্যের এই ছয়টি দিকনির্দেশনাগুলো কি ? এগুলো হলো, পূর্বের দিক মানে পিতা মাতা এবং ছেলে মেয়েরা; দক্ষিণ দিক মানে শিক্ষক এবং ছাত্র ছাত্রী; পশ্চিম দিক মানে স্বামী এবং স্ত্রী; উত্তর দিক মানে সাধারণ মানুষ এবং তাদের বন্ধু; নিম্ন দিক মানে প্রভু এবং দাস দাসী; এবং উপরের দিক মানে বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যগণ।

একজন ছেলে বা মেয়ের উচিৎ তার পিতা মাতাকে সম্মান করা এবং তারা যা কিছু ইচ্ছা করেন তার সব কিছু পূরণ করা। তাদের উচিৎ পিতা মাতাকে সেবা করা, তাদেরকে পরিশ্রমের কাজে সহায়তা করা, পারিবারিক মর্যাদাকে ধরে রাখা, পারিবারিক সম্পদকে রক্ষা করা এবং যদি কেউ মারা যায় তাদের স্মৃতিচারণ করা।

পিতা মাতারা ও সন্তানদের প্রতি পাঁচটি কর্তব্য পালন করা উচিৎ তাহলো, খারাপ কাজে বাধাদান, ভাল কাজে দৃষ্টান্ত স্হাপনে উৎসাহিত করা, তাদের শিক্ষা দেয়া, তাদের বিবাহাদির ব্যবস্হা করা এবং যথাসময়ে পারিবারিক সম্পত্তির উত্তরাধিকার হিসেবে বরণ করে নেয়া। যদি পিতা মাতা ও ছেলেমেয়েরা এই নিয়মগুলো মেনে

চলে তাহলে পরিবারে সবসময় শান্তি বিরাজ করে।

ছাত্র/ছাত্রীদের উচিৎ শিক্ষক শ্রেনীকক্ষে প্রবেশ করলে দাঁড়িয়ে তাঁকে সম্মান করা, তিনি যতক্ষণ আসন গ্রহণ না করেন ততক্ষণ নিজেরাও আসন গ্রহণ না করে তাঁর জন্য অপেক্ষা করা, তাঁর আদেশ শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সাথে মেনে চলা, শিক্ষকের জন্যে কিছু করতে হলে তা অবজ্ঞা না করে সম্পাদন করা এবং আন্তরিক মনযোগের সাথে তাঁর পাঠদান শ্রবণ করা।

একইভাবে, শিক্ষক ও তাঁর ছাত্র/ছাত্রীদের সম্মুখে যথাযথ আচরণ এবং তাদের জন্য ভাল দৃষ্টান্ত স্হাপন করা উচিৎ। তিনি যে শিক্ষা আয়ত্ত করেছেন তা তাঁর ছাত্র/ছাত্রীদের প্রতি মঙ্গলকামী চিত্তে সঠিকভাবে দান করা উচিৎ। শিক্ষা দানে তাঁর সহজ ও ভাল পদ্ধতি ব্যবহার এবং ছাত্র/ছাত্রীদের সম্মান অর্জনের জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করে তোলা উচিৎ; এবং সম্ভাব্য সব উপায়ে ছাত্র/ছাত্রীদেরকে খারাপ সংস্পর্শ থেকে রক্ষা করার কথা শিক্ষকের ভুলা উচিৎ নয়। যদি একজন শিক্ষক এবং তাঁর ছাত্র/ছাত্রীগণ এই নীতিমালাগুলো মেনে চলে তাহলে তাদের সুসম্পর্ক ভালোভাবে রক্ষিত হবে।

একজন স্বামীর উচিৎ তার স্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা, সৌজন্যতা ও বিশ্বস্ততার সাথে আচরণ করা। ঘরের দায়িত্ব স্ত্রীর কাছে ছেড়ে দেয়া উচিৎ এবং সময়ে তার চাহিদা পরিপূরণে সহায়তা দান করা উচিৎ, যেমন--আনুসাঙ্গিক উপকরণ সমূহ। ঠিক একইভাবে, স্ত্রীর উচিৎ ঘরের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে সচেষ্ট হওয়া, কর্মচারীদেরকে সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করা, একজন সৎ স্ত্রী হিসাবে তার গুণাবলীকে রক্ষা করা। স্বামীর আয়ের অপচয় করা উচিৎ নয় এবং বাড়ীকে সুন্দরভাবে ও বিশ্বস্ততার সাথে তার পরিচালনা করা উচিৎ। যদি এই নিয়মগুলো অনুসরণ করা হয়, তাহলে একটি সুখী পরিবার গঠন করা সম্ভব এবং এতে কোন ঝগড়া উৎপন্ন হবে না।

বন্ধুত্বের নীতিমালা বলতে বুঝায়, তারা একে অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল হবে, একে অপরের ঘাটতি মোচন করতে সহায়তা দান করবে ও অপরের উপকার করতে

সহযোগিতা করবে, এবং সবসময় বন্ধুত্বসুলভ আচরণ ও আন্তরিকতামূলক বাক্য ব্যবহার করবে।

সবারই উচিৎ তার বন্ধুকে খারাপ পথে যেতে বাধা দেয়া, তার ধন সম্পদ রক্ষা করা এবং তার বিপদে সহায়তা করা। যদি তার বন্ধুর সামান্য দুর্ভাগ্যও নেমে আসে, তখন তার উচিৎ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়া, যদি প্রয়োজন হয়, তার পরিবারকেও সহযোগিতা করা। এভাবে, তাদের বন্ধুত্ব বজায় থাকবে এবং দিন দিন তারা একত্রে সুখী হতে পারবে।

কোন গৃহকর্তা তার কর্মচারীদের প্রতি কার্য পরিচালনায় পাঁচটি বিষয় অনুসরণ করা উচিৎ। তার এমন কাজ হাতে নেয়া উচিৎ যা তার কর্মচারীদের দ্বারা করা সম্ভব। তাদেরকে যথাযথ বেতন দেয়া, অসুস্থ অবস্থায় তাদের যত্ন নেয়া, আনন্দপূর্ণ বিষয়াদি তাদের সাথে ভাগাভাগি করে উপভোগ করা এবং তাদেরকে প্রয়োজনীয় বিশ্রাম দেয়া।

কর্মচারীদেরও পাঁচটি বিষয় প্রতিপালন করা উচিৎ; গৃহকর্তা জেগে উঠার পূর্বেই তাদের শয্যা ত্যাগ করা উচিৎ। গৃহকর্তা শয্যায় যাওয়ার পর তাদের শয্যা গ্রহণ করা উচিৎ। সর্বদা সৎ থাকা উচিৎ। গৃহকর্তার শ্রীবৃদ্ধিকামী হয়ে যথাসম্ভব উত্তমরূপে কাজ করা উচিৎ; এবং তাদের গৃহকর্তার সুনাম নষ্ট হয় এরূপ কাজ করা উচিৎ নয়। যদি তারা এই নীতিগুলো অনুসরণ করে, তাহলে সর্বদা গৃহকর্তা ও দাস দাসীদের মধ্যে শান্তি বিরাজ করবে এবং একে অপরের মধ্যে কোনরূপ ভুল বুঝাবুঝি হবে না।

বুদ্ধের অনুসারীদের সবসময় এটা লক্ষ্য করা উচিৎ তার পরিবার বুদ্ধের শিক্ষা অনুসরণ করে চলছে কি চলছে না। বৌদ্ধ ভিক্ষু তথা শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিবেচনাবোধ লালন, সৌজন্যতার চর্চা, তাঁর নির্দেশনার প্রতি মনোযোগী ও যথাযথভাবে তা পালন এবং সবসময় তাঁর প্রতি নিবেদিত হওয়া উচিৎ।

তারপর বুদ্ধের শিক্ষা সম্পর্কে যিনি শিক্ষা দেবেন তাঁকে সঠিকভাবে শিক্ষার

বিষয়বস্তু উপলব্ধি করতে হবে, ভুল ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করতে হবে, শিক্ষার প্রতি ভাল করে জোর দিতে হবে এবং অনুসারীদের সহজ পথের সন্ধান দিতে হবে। যখন একটি পরিবারে এই নীতিমালা অনুসরণ করা হয়, এবং মনের অভ্যন্তরে সঠিক শিক্ষা লালন করা হয়, তখন তারা সুখে জীবন যাপন করে।

একজন লোক যদি বাহ্যিক দুর্ভাগ্য থেকে মুক্তি লাভের জন্য ছয়টি দিকনির্দেশনার প্রতি মাথাবনত করে, তাহলে তাদের তা করা উচিৎ নয়। বরং তাদের মনের অভ্যন্তরে উৎপন্ন খারাপ মোহগুলো প্রতিরোধ করার জন্যই তাদের তা করা উচিৎ।

২। একজন লোক তার সাথে যাদের পরিচিতি আছে বা যার সাথে তাদের পরিচিতি নেই, তাদের সম্পর্কে তার সুস্পষ্ট ধারণা থাকা উচিৎ।

ঐ সব লোকের সাথে সংশ্লিষ্টতা বা সম্পর্ক রাখা উচিৎ নয় যারা লোভী, বাকপটু, তোষামোদকারী বা অপচয়কারী।

তাদের ঐসব লোকের সাথেই সম্পর্ক রাখা উচিৎ যারা সাহায্যকারী, যারা সুখের ন্যায় দুঃখকেও ভাগাভাগি করে অংশ নিতে চায়, যারা সৎ পরামর্শ দান করে এবং তদুপরি যাদের সহানুভূতিশীল অন্তর আছে।

একজন সত্যিকারের বন্ধু হলো সে, যার সাথে কোন লোক নিরাপদে মিশতে পারে, যে সবসময় বন্ধুকে সৎ পথে পরিচালিত করে, যে গোপনে তার বন্ধুর কল্যাণ কামনা করে, দুর্ভাগ্যের সময় তার প্রতি সমবেদনা জানায়, প্রয়োজনে তার প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়, যে বন্ধুর গোপনীয়তা রক্ষা করে এবং যে সর্বদা সৎ পরামর্শ দেয়।

এরূপ বন্ধু লাভ করা খুবই দুষ্কর, তদুপরি এরূপ বন্ধু হওয়া খুবই কঠিন। যেভাবে সূর্য এই উর্বর পৃথিবীকে উষ্ণ রাখে, সেভাবে একজন ভালো বন্ধু তার ভাল কাজের মাধ্যমে সমাজকে উজ্জ্বল করে তুলে।

৩। ছেলে মেয়েদের পক্ষে কঠিন, তাদের পিতামাতার উদার দয়ালুতার ঋণ পরিশোধ করা। এমনকি যদি তারা তাদের পিতাকে নিজেদের ডান কাঁধে এবং মাতাকে বাম কাঁধে রেখে একশত বৎসর বহনও করে, তবুও ঐ ঋণ শোধ করার মত নয়।

এমনকি তারা যদি তাদের পিতামাতার শরীরকে সুগন্ধযুক্ত দ্রব্যের মাধ্যমে শত বৎসর ধরে ধৌতও করে, একজন আদর্শবান সন্তান হিসাবে সেবাও করে, তাদের জন্য সিংহাসনও তৈরী করে, এবং তাদের প্রতি বিশ্বের যাবতীয় বিলাসিতার ব্যবস্হাও করে দেয়, তথাপিও তারা তাদের পিতামাতার কাছে কৃতজ্ঞতার ঋণে আবদ্ধ থাকে, তা পরিশোধের যোগ্য নয়।

কিন্তু তারা যদি তাদের পিতামাতাকে বুদ্ধের শিক্ষার প্রতি ধাবিত করতে পারে, খারাপ যে কোন কিছু পরিত্যাগ এবং ভাল কিছুর অনুসরণ করতে উদ্বুদ্ধ করতে পারে, সকল প্রকার লোভ পরিত্যাগ এবং দান চিত্ত সৃষ্টি করতে পারে, তাহলেই তারা পিতামাতার ঋণ পরিশোধের চেয়েও বেশী কিছু করতে পারে।

যে গৃহে পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা প্রদর্শিত হয়, সেখানে বুদ্ধের আশীর্বাদও বর্ষিত হয়।

৪। পরিবার হলো এমন এক স্হান যেখানে মানুষের মন একে অন্যের সংস্পর্শে আসে। যদি এই মন একে অন্যকে ভালবাসে পরিবার হয়ে উঠে ফুলের বাগানের মত। কিন্তু যদি এই মন একে অন্যের প্রতি বিরূপতা প্রকাশ করে, তবে তা ঝড়ের ন্যায় বাগানের ব্যাপক ধ্বংস করে।

যদি পরিবারে মতানৈক্য দেখা দেয়, তখন একে অন্যকে দোষারোপ করা উচিৎ নয়, বরং প্রত্যেকের নিজ নিজ মনকে পরীক্ষা করা উচিৎ এবং একটি সঠিক পথের সন্ধান করা উচিৎ।

সত্যিকার জীবনধারণের ব্যবহারিক নির্দেশনা

৫। একদা এক স্থানে এক গভীর বিশ্বাসী লোক বাস করতো। যখন সে যুবক ছিলো তখন তার পিতা মারা যান; সে তার মাতার সাথে সুখে বসবাস করছিল, অতপর সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলো।

প্রথমে তারা একত্রে খুবই সুখে বাস করছিলো, এবং পরবর্তীতে সামান্য ভুল বুঝাবুঝিতে, স্ত্রী এবং শাশুড়ী একে অপরকে অপছন্দ করতে শুরু করলো। এই অপছন্দ চূড়ান্তভাবে যুবক দম্পতিকে তাদের মা ছেড়ে না যাওয়া পর্যন্ত চলছিল।

শাশুড়ী চলে যাওয়ার পর ঐ যুবক দম্পতির একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করলো। শাশুড়ীর কাছে একটি গুজব পৌঁছলো, যুবতী স্ত্রীলোকটি নাকি বলাবলি করছিল, "আমার শাশুড়ী সবসময় আমাকে রাগান্বিত করতো, সে যদি আমাদের সাথে থাকতো তাহলে আমরা এরূপ সুখের দিন উপভোগ করতে পারতাম না; কিন্তু সে চলে যাওয়ার পরপরই আমাদের পরিবারে সুখের সংবাদ আসলো।"

এই গুজব শাশুড়ীকে রাগান্বিত করে তুলল এবং বিস্মিত হয়ে বলে উঠলো, "যদি কোন স্বামীর মা বাড়ী থেকে বিতাড়িত হয় এবং এর ফলে ঐ বাড়ীতে সুখের আবহাওয়া প্রবাহিত হয়, তাহলে পৃথিবী হতে প্রকৃত সত্য হেরে গেছে এবং এর বিপরীত কিছুই সত্য হিসাবে প্রতীয়মান হচ্ছে।"

এরপরে যুবকটির মা চিৎকার দিয়ে বললো, "এখন আমাদের উচিৎ 'সত্যকে' দাহ করা।" একজন পাগলিনীর বেশে সে শ্মশানে গমন করলো, নিজেকে দাহ করার জন্যে।

এক দেবতা এরূপ দুর্ঘটনার কথা শুনে ঐ মহিলাটির সম্মুখে উপস্থিত হলো এবং তাকে বিরত রাখতে চেষ্টা করলো, কিন্তু তাঁর সেই চেষ্টা ব্যর্থ হলো।

এরপর দেবতাটি তাকে বললো, "যদি তুমি এরূপ করো তাহলে আমি শিশু ও তার মাকে আগুনে পুড়ে মারব। তা কি তোমাকে সন্তুষ্ট করবে?"

ইহা শুনে শাশুড়ী তার ভুল বুঝতে পারলো, তার রাগের জন্য অনুতপ্ত হলো এবং শিশুটি ও তার মায়ের জীবন রক্ষার জন্য দেবতাটির কাছে প্রার্থনা জানালো। একই সময়ে, যুবতী স্ত্রীলোকটি এবং তার স্বামী বৃদ্ধ মহিলাটির প্রতি তাদের অবিচারের কথা বুঝতে পারলো এবং শ্মশানে গেল তাকে সন্ধান করতে। দেবতাটি তাদের ভুল ধরে দিলো। অতপর তারা একসাথে একই পরিবারে সুখে বসবাস করতে লাগলো।

নিজে যদি ধ্বংস না করে তাহলে প্রকৃত সত্য কখনো হারিয়ে যেতে পারে না। প্রকৃত সত্য মাঝে মাঝে বিলুপ্ত হয়েছে বলে মনে হলেও, ইহা কখনো বিলুপ্ত হওয়ার নয়। যখন মনে হয় যে, প্রকৃত সত্য বিলুপ্ত হতে যাচ্ছে তখন বুঝতে হবে, নিজের মন থেকে প্রকৃত সত্য বিলুপ্ত হতে চলেছে।

বিরোধপূর্ণ মন সবসময় মারাত্মক সমস্যা বয়ে আনে। অযৌক্তিক ভুল বুঝাবুঝি অনেক সময় ব্যাপক দুর্ভাগ্যের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষত পারিবারিক জীবনে এটা রোধ করা উচিৎ।

৬। পারিবারিক জীবনে দৈনন্দিন ব্যয়নির্বাহ কিভাবে করা হবে এ বিষয়ে যথাযথ যত্ন সহকারে কাজ করা উচিৎ। পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে পরিশ্রমী পিপীলিকা এবং ব্যস্ত মৌমাছির মতো পরিশ্রম করা উচিৎ। একে অন্যের শ্রম বা দয়ার উপর নির্ভর করা উচিৎ নয়।

অন্যদিকে, কোন লোকের এটা মনে করা উচিৎ নয় যে, যা উপার্জন করেছে তা সম্পূর্ণভাবে তার নিজস্ব। এর কিছু অংশ অবশ্যই অন্যের সাথে ভাগাভাগি করে নিতে হবে, কিছু অংশ জরুরী প্রয়োজনের জন্য রাখতে হবে, কিছু অংশ সংরক্ষিত রাখতে হবে তার ভবিষ্যত প্রয়োজনে ও সমাজের কাজের জন্যে এবং জাতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য। কিছু অংশ ধর্মীয় গুরুদের প্রয়োজনে দান করার জন্যে।

এটা অবশ্যই মনে রাখা উচিৎ যে, এই পৃথিবীতে নিশ্চিতভাবে কোন কিছুকে আমার একান্ত নিজস্ব বলে দাবী করা যাবে না। কোন ব্যক্তির কাছে যা কিছু আসে, তা কার্য-কারণের সমন্বয়েই আসে। ইহা ক্ষণিকের জন্যেই তার কাছে ধরা দেয়।

অতএব, সে একে আত্মকেন্দ্রিক বা অপ্রয়োজনীয় কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা উচিৎ নয়।

৭। রাজা উদয়ের রানী শ্যামাবতী একদা আনন্দকে পাঁচশত চীবর দান করেছিলেন, যা আনন্দ অতীব সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করেছিলেন।

ইহা শুনে রাজা আনন্দকে অসততার অভিযোগে সন্দেহ করলেন। তাই তিনি আনন্দের কাছে গিয়ে, তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন এই পাঁচশত চীবর দিয়ে তিনি কি করবেন ?

প্রত্যুত্তরে আনন্দ বললেন, " হে রাজন, আমার বেশীর ভাগ ভ্রাতৃসংঘ ছিন্ন চীবর পরিধান করে আছেন, আমি তাদের মাঝে এগুলো ভাগ করে দেবো।" নিম্নে তাঁদের কথোপকথন উল্লেখ করা গেল।

"পুরনো কাপড়গুলো দিয়ে আপনারা কি করবেন ?"
"এগুলো দিয়ে আমরা বিছানার চাদর বানাবো।"
"পুরনো বিছানার চাদর দিয়ে আপনারা কি করবেন ?"
"এগুলো দিয়ে আমরা বালিশের কভার বানাবো।"
"পুরনো বালিশের কভার দিয়ে আপনারা কি করবেন ?"
"এগুলো দিয়ে আমরা ঘর মোছার নেকড়া তৈরী করবো।"
"পুরনো ঘর মোছার নেকড়া দিয়ে কি করবেন ?"
"এগুলো আমরা পা মোছার কাজে ব্যবহার করবো।"
"পুরনো পা মোছার কাপড় দিয়ে আপনারা কি করবেন ?"
"এগুলো আমরা ঘর ঝাঁড়ু দেয়ার কাজে ব্যবহার করবো।"

"মহামান্য রাজা ! এরপর আমরা এগুলোকে আরো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করবো, এবং মাটির সাথে মিশ্রিত করে ঐ মাটি পোঁচড়া হিসাবে ঘরের দেয়ালে ব্যবহার করা হবে।"

এভাবে যে কোন বস্তুই আমাদের হাতে আসুক না কেন, আমরা ঐগুলোকে যত্নের

সাথে যথাযথভাবে ব্যবহার করি। কারণ আমরা জানি এগুলো আমাদের নয়, কেবল মাত্র সাময়িকভাবে আমরা এগুলোকে ব্যবহার করছি।

২

মহিলাদের জীবন

১। এই পৃথিবীতে চার ধরনের মহিলা আছে। এদের প্রথম ধরনের মহিলারা হলো, যারা খুব সামান্য কারণে রেগে যান, যাদের মন খুবই পরিবর্তনশীল, যারা লোভী এবং অন্যের সুখের প্রতি লালায়িত, অন্যের প্রয়োজনের প্রতি যাদের বিন্দুমাত্র দয়া নেই।

দ্বিতীয় ধরনের মহিলারা হলো, যারা সামান্য কারণে রেগে যান, যারা লোভী এবং দ্রুত মন পরিবর্তন করেন, কিন্তু অন্যের সুখের প্রতি লালায়িত নয় এবং অন্যের প্রয়োজনের প্রতি দয়াশীল।

তৃতীয় ধরনের মহিলারা হলো, যারা উদার মানসিকতা সম্পন্ন, এবং খুব তাড়াতাড়ি রেগে যান না। তারা জানেন কিভাবে লোভী মনকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়, কিন্তু ঈর্ষার অনুভূতি পরিত্যাগে সমর্থ নন, এবং অন্যের প্রয়োজনের প্রতি দয়াশীলও নন।

চতুর্থ ধরনের মহিলারা হলো, যারা উদার মানসিকতা সম্পন্ন এবং যারা লোভ পরিত্যাগ করতে পারে, এবং মানসিক প্রশান্তি রক্ষায় সক্ষম, যারা অন্যের সুখের প্রতি লালায়িত নয় এবং অন্যের প্রয়োজনের প্রতি দায়িত্বপরায়ণ।

২। যখন একজন যুবতী মহিলা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তখন তাকে নিম্নোক্ত নিয়মগুলো মেনে চলা উচিৎ, "আমি আমার স্বামীর পিতা মাতাকে সম্মান ও সেবা করবো। আমরা যে সুবিধাগুলো ভোগ করছি তা তাদের দ্বারা প্রদত্ত এবং তাঁরা আমাদের আপদে বিপদে রক্ষাকারী। অতএব, তাই পরিতৃপ্তির সাথে তাদের সেবা

করা উচিৎ এবং যখনই পারা যায় তখনই তাদের সেবা করতে প্রস্তুত থাকা উচিৎ।

"আমাকে অবশ্যই আমার স্বামীর ধর্মগুরু ও শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা উচিৎ। কারণ তাঁরা আমার স্বামীকে পবিত্র শিক্ষা দান করেছেন এবং ঐ সব পবিত্র শিক্ষা ছাড়া আমরা মানব জাতি হিসাবে বাস করতে পারতাম না।"

"আমাকে অবশ্যই মস্তিষ্ক সম্পন্ন (বুদ্ধিমতি) হতে হবে, যাতে আমি আমার স্বামীকে বুঝতে পারি এবং তার কাজে সহায়তা করতে পারি। আমাকে তাঁর স্বার্থের প্রতি মতানৈক্য হওয়া যাবে না, এই মনে করে যে এটা তাঁর বিষয়, আমার নয়।

"আমাকে পরিবারের চাকরদের স্বভাব, সামর্থ্য এবং চাহিদা সম্পর্কে বুঝতে হবে এবং সহৃদয়তার সাথে তাদেরকে ব্যবহার করতে হবে। আমি আমার স্বামীর আয়কে সৎভাবে রক্ষা করবো এবং একে অযথা ব্যবহার করবো না।"

৩। স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্ক কেবলমাত্র তাদের পারিবারিক সুবিধার জন্য সৃষ্ট নয়। কেবল একই গৃহে দু'টো শারীরিক অস্তিত্বের অবস্থান ছাড়াও এই সম্পর্ক আরো গভীর গুরুত্ব বহন করে। স্বামী ও স্ত্রীর অন্তরঙ্গ সম্পর্ককে সুমধুর করে তোলার জন্যে এবং বিপদের সময়ে একে অন্যকে কিভাবে সহযোগিতা করবে এ ব্যাপারেও, জ্ঞান অর্জনেও পবিত্র ধর্ম শিক্ষা অনুশীলন করা উচিৎ।

এক বৃদ্ধ "আদর্শ যুগল" এক সময় বুদ্ধের নিকটে আসলেন এবং বললেন, " মহামতি বুদ্ধ ! আমরা শৈশব থেকে একে অপরকে জেনে শুনে বিয়ে করেছি এবং এ পর্যন্ত আমাদের সুখের জীবনে কোন প্রকার মলিনতা আসেনি। অনুগ্রহ করে আমাদেরকে বলুন পরবর্তী জীবনে আমরা পুনঃ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবো কি না ?"

বুদ্ধ তাঁদেরকে এই জ্ঞানগভীর উপদেশ দান করলেন, " যদি তোমরা দু'জনে একই বিশ্বাসে বিশ্বাসী হও, যদি তোমরা দু'জনে ঠিক একই শিক্ষা অনুশীলন করো, যদি

তোমরা দু'জনে ঠিক একইভাবে দানাদি কুশল কর্ম সম্পাদন করো, এবং যদি দু'জনে ঠিক একই জ্ঞানের অধিকারী হও, তাহলে পরবর্তী জীবনে তোমরা অভিন্ন মন ও যুগ্ম জীবনের অধিকারী হতে পারবে।"

৪। সুজাতা ছিলেন ধনী বণিক অনাথপিন্ডের বড় ছেলের স্ত্রী। তিনি ছিলেন বদমেজাজী। অন্যকে শ্রদ্ধা করতেন না এবং তাঁর স্বামী ও স্বামীর পিতামাতার নির্দেশ মানতেন না। এইসব কারণে তাঁদের পরিবারে সবসময় সমস্যা উদ্ভুত হতো।

একদিন মহাকারুণিক বুদ্ধ অনাথপিন্ডিককে দর্শন করতে আসলেন এবং এই পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করলেন। তিনি সুজাতাকে ডেকে স্নেহসুরে নিম্নোক্ত কথাগুলো বললেন ঃ

"সুজাতা, এই পৃথিবীতে ৭ প্রকারের স্ত্রী আছে। এদের প্রথমটি হলো খুনী লোকের ন্যায়। সে অকুশল মনের অধিকারিনী, সে তার স্বামীকে সম্মান করে না, এবং পরিণতিতে অন্য ব্যক্তির প্রতি তার মন ধাবিত হয়।

"দ্বিতীয় প্রকারের স্ত্রী হলো চোরের ন্যায়। সে কখনও স্বামীর পরিশ্রমের কথা ভাবে না; কেবল মাত্র নিজের ভোগ লালসার কথাই ভাবে। সে নিজের ইচ্ছাকে চরিতার্থ করার জন্য স্বামীর আয়কে অপচয় করে এবং তা করতে গিয়ে স্বামীর অর্থ চুরি করে।"

"তৃতীয় প্রকারের স্ত্রী হলো শাসকের ন্যায়। সে তার স্বামীকে শাসন করে, বাড়ীকে পরিপাটি করে রাখতে সে অবহেলা করে এবং সবসময় তার স্বামীকে খারাপ ব্যবহার করে।"

"চতুর্থ প্রকারের স্ত্রী হলো মাতার ন্যায়। সে তার স্বামীকে শিশুর ন্যায় পরিচর্যা

করে, মা যেমন তার শিশুকে রক্ষা করে তেমনি সেও তার স্বামীকে রক্ষা করে, এবং

স্বামীর উপার্জনকে সদ্ব্যবহার করে।"

"পঞ্চম প্রকারের স্ত্রী হলো বোনের ন্যায়। সে স্বামীর প্রতি বিশ্বাসী, বিনয়ী আচরণ ও রক্ষণশীলতার সাথে স্বামীর পরিচর্যা করে।"

"ষষ্ঠ প্রকারের স্ত্রী হলো বন্ধুর ন্যায়। সে তার স্বামীকে সন্তুষ্ট করতে চায়, যেমনটি কোন বন্ধু দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর গৃহে ফিরে আসলে করে থাকে। সে বিনয়ী, সদ্ব্যবহারকারী এবং অসীম শ্রদ্ধার সাথে স্বামীর প্রতি আচরণ করে।"

"সপ্তম প্রকারের স্ত্রী হলো গৃহভৃত্যের ন্যায়। সে তার স্বামীকে বিশ্বাসের সাথে ভালবাসে এবং সেবা যত্ন করে। সে তাকে শ্রদ্ধা করে, তার আদেশ মেনে চলে, তার নিজস্ব কোন ইচ্ছা নেই, কোন প্রকার অকুশল ইচ্ছা পোষণ করে না, কোন প্রকার দ্বেষভাব পোষণ করে না, এবং সর্বদা স্বামীকে সুখী রাখতে চায়।"

মহাকারুণিক বুদ্ধ সুজাতাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি নিজেকে কোন প্রকারের স্ত্রীর ন্যায় বলে মনে করো ?"

বুদ্ধের এই কথা শুনে সুজাতা তাঁর পুর্বকৃত আচরণের জন্য লজ্জিত হলো এবং বললো, ভন্তে; আমি শেষোক্ত প্রকারের স্ত্রী হতে ইচ্ছুক। সে তার স্বভাবে পরিবর্তন আনলো এবং পরে তার স্বামীর সাহায্যকারী হিসাবে কাজ করতে ইচ্ছা পোষণ করলো। পরবর্তীতে তাঁরা স্বামী স্ত্রী একত্রে জ্ঞান অর্জন করলেন।

৫। আম্রপালী নামক এক ধনী মহিলা যে বৈশালীতে বিখ্যাত বারাঙ্গনা হিসাবে পরিচিত ছিলো। অনেক সুন্দরী যুবতীকে তার কাছে বেশ্যাবৃত্তির জন্যে সে ধরে রেখেছিলো। একদা বুদ্ধকে সে আমন্ত্রণ করলো এবং প্রার্থনা জানালো কিছু ভাল শিক্ষা তাকে দান করার জন্যে।

তথাগত বুদ্ধ তাকে বললেন, "আম্রপালী, মহিলাদের মন সহজেই উত্তেজিত হয় এবং ভুল পথে ধাবিত হয়। মহিলারা পুরুষের তুলনায় অতি সহজেই তাদের আকাংখার কাছে এবং ঈর্ষার কাছে পরাজিত হয়।

"অতএব, আর্য পথ অনুসরণ করা মহিলাদের পক্ষে খুবই কঠিন কাজ। ইহা বিশেষভাবে যুবতী ও সুন্দরী মহিলাদের জন্য সত্যিই কঠিন কাজ। তোমাকে অবশ্যই লালসা ও মোহ অতিক্রম করে আর্য পথের দিকে ধাবিত হতে হবে।"

"আম্রপালী, তোমাকে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, যৌবন ও সৌন্দর্য্য চিরস্থায়ী নয়। এদেরকে অসুস্হতা ভোগ করতে হয়, বার্ধক্য দ্বারা আক্রান্ত হতে হয়, দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হয়। সম্পদ ও ভালবাসার প্রতি তৃষ্ণা মহিলাদের চিরন্তন এক সমস্যা, কিন্তু আম্রপালী, এগুলো আধ্যাত্মিক সম্পদ নয়। জ্ঞান অর্জনই একমাত্র সম্পদ যা মূল্যায়ন করা যায়। সুস্হ্যতাকে অসুস্হ্যতা অনুসরণ করে; তারুণ্যতাকে বার্ধক্যতা অনুসরণ করে; জন্ম মৃত্যুকে পথ করে দেয়। একজন লোক যাকে ভালবাসতো, একদিন তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, যাকে ঘৃণা করতো তার সাথে বসবাস করতে পারে। দীর্ঘদিন একজন লোক যা চায়, তা লাভ নাও করতে পারে। ইহাই জীবনের চিরাচরিত নিয়ম।"

"একমাত্র জিনিষ যা মানুষের জীবনে চিরস্হায়ী শান্তি এবং সুরক্ষা আনয়ন করতে পারে তা হলো জ্ঞান অর্জন। আম্রপালী, তোমার এখনই জ্ঞান অর্জনের পথ খোঁজা উচিত।"

সে মহাকারুণিক বুদ্ধের দেশনা শ্রবণ করে তাঁর শিষ্যা হলো এবং ভিক্ষুসংঘকে সুসজ্জিত বাগানটি দান করে দিলো।

৬। জ্ঞান অর্জনের পথে স্ত্রী / পুরুষের মধ্যে কোন ভেদাভেদ নেই। যদি কোন মহিলা জ্ঞান অর্জনের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়, সে হবে সত্যের পথ সন্ধানী বীর সৈনিক।

মল্লিকা যিনি প্রসেনজিৎ রাজার কন্যা এবং অযোধ্যা রাজার রানী, তিনি বীর সৈনিকের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মহাকারুণিক বুদ্ধের শিক্ষার প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল এবং তাঁর উপস্হিতিতে তিনি দশটি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন ঃ

সত্যিকার জীবনধারণের ব্যবহারিক নির্দেশনা

"হে আমার প্রভু, আমি যতক্ষণ পর্যন্ত না জ্ঞান অর্জন করবো ততক্ষণ পর্যন্ত পবিত্র শীল ভঙ্গ করবো না; আমি কখনও বয়োজ্যেষ্ঠ লোকদের প্রতি বিরূপ আচরণ করবো না; আমি কারো প্রতি রাগান্বিত ভাব প্রদর্শন করবো না।"

"আমি কারো প্রতি হিংসাপরায়ণ হবো না এবং তাদের সম্পত্তির প্রতি লালায়িত হবো না; আমি নিজের মনের প্রতি বা সম্পত্তির প্রতিও স্বার্থপর হবো না; আমি যে সব বস্তু অর্জন করবো তা দিয়ে গরীর লোকদের সুখী করতে চেষ্টা করবো এবং শুধু নিজের ভোগের জন্য তা ধরে রাখবো না।"

"আমি সকল মানুষকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করবো, তাদের যা প্রয়োজন তা দেবো, এবং তাদের সাথে সদয় আচরণ করবো; তাদের পরিস্থিতি বিবেচনায় রাখবো এবং এটা আমার সুবিধার জন্য নয় এমন ধারণায় কোন প্রকার পক্ষপাত মূলক আচরণ না করে তাদের উপকারের জন্য কাজ করবো।"

"যদি আমি কাউকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায়, জেলে বন্দী অবস্থায়, রোগাক্রান্ত বা অন্যান্য কোন ঝামেলায় নিপতিত হতে দেখি, তাদেরকে সেই সমস্যার কারণ ও আইনের ব্যাখ্যা দিয়ে সমস্যা মুক্তির পথ দেখিয়ে সুখী করতে সাহায্য করবো।"

"যদি কেহ জীবিত কোন প্রাণীকে ধরতে চায় এবং তাদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করে বা এ সম্পর্কিত কোন শীল ভঙ্গ করে, আমি তাদেরকে শাস্তি প্রদানের প্রয়োজন হলে শাস্তি প্রদান করবো, বা শিক্ষা দেয়ার প্রয়োজন হলে শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করবো, এবং আমি তাদের এরূপ প্রচেষ্টা থেকে নিবৃত্ত করতে ও তাদের ভুল ধরে দিতে সাধ্যাতীত চেষ্টা করবো।"

"আমি প্রকৃত শিক্ষা শ্রবণ করতে ভুলবো না, কারণ আমি যতটুকু জানি, যদি কেউ প্রকৃত শিক্ষাকে অবহেলা করে, তাহলে সে দ্রুত সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত হয় এবং সর্বত্র সে সমস্যার সম্মুখীন হয়, পরিশেষে সে জ্ঞান অর্জনের স্তর থেকে দূরে সরে যায়।"

অতঃপর তিনি গরীব লোকদেরকে রক্ষা করার জন্য নিম্নোক্ত তিনটি ইচ্ছা প্রকাশ করলেন ঃ "প্রথমত, আমি সকলকে শান্তিতে রাখতে চেষ্টা করবো। আমি বিশ্বাস করি, আমার এই ইচ্ছায়, আমি জন্মান্তরে যেখানেই জন্মগ্রহণ করি না কেন, ইহাই হবে আমার কুশলের মূল এবং উত্তম শিক্ষার আলোকে প্রজ্ঞা উৎপাদনে সহায়ক।"

"দ্বিতীয়ত, উত্তম শিক্ষায় প্রাজ্ঞতা অর্জনের পরে, আমি তা নিরবিচ্ছিন্নভাবে অন্য লোকদেরকে শিক্ষা দেবো।"

"তৃতীয়ত, আমি আমার নিজের শরীরের বিনিময়ে, জীবনের বিনিময়ে, অথবা সম্পদের বিনিময়ে হলেও প্রকৃত শিক্ষাকে রক্ষা করবো।"

পরিবারিক জীবনের প্রকৃত গুরুত্ব হলো ইহা পরস্পরকে জ্ঞান অর্জনের পথে উৎসাহিত করে এবং সাহায্য করে। এমনকি একজন সাধারণ স্ত্রীলোক, যদি জ্ঞান অর্জনের জন্য একই প্রত্যাশা থাকে, একই প্রতিজ্ঞা ও প্রার্থনা থাকে, তাহলে সেও মল্লিকার ন্যায় বুদ্ধের একজন মহান শিষ্য হতে পারে।

৩

কর্ম সাধন

১। একটি দেশকে সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যেতে হলে সাতটি শিক্ষা অনুকরণীয় ঃ এগুলোর প্রথমটি হলো, জনগণকে সবসময় সম্মিলিতভাবে রাজনৈতিক বিষয়ে আলোচনা করা উচিৎ এবং জাতীয় প্রতিরক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ।

দ্বিতীয়ত, জাতীয় কোন বিষয়ে আলোচনার জন্যে সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে একতাবদ্ধভাবে সম্মিলিত হওয়া উচিৎ।

সত্যিকার জীবনধারণের ব্যবহারিক নির্দেশনা

তৃতীয়ত, জনগণকে পুরনো রীতিনীতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা উচিৎ এবং অযৌক্তিকভাবে তা বদলানো উচিৎ নয়। তাদের আনুষ্ঠানিক নীতি নিয়ম ও ন্যায়বিচার রক্ষা করা উচিৎ।

চতুর্থত, তাদের লিঙ্গের পার্থক্য ও বয়োজ্যেষ্ঠদের মধ্যে পার্থক্য স্বীকার করা উচিৎ, এবং পারিবারিক ও সামাজিক পবিত্রতা রক্ষা করা উচিৎ।

পঞ্চমত, তাদেরকে পিতামাতার প্রতি সদয় এবং শিক্ষক ও বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি বিশ্বাসী হওয়া উচিৎ।

ষষ্ঠত, তাদেরকে পুর্বপুরুষদের মন্দির অথবা শ্মশানাদির প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তাদের উদ্দেশ্যে বাৎসরিক ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন করা উচিৎ।

সপ্তমত, তাদের উচিৎ জনসাধারণের নৈতিকতার প্রতি শ্রদ্ধা করা, ধার্মিক ব্যক্তিদেরকে সম্মান করা, সম্মানিত শিক্ষকদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং তাদেরকে দান দেয়া।

যদি কোন দেশ এই শিক্ষাগুলো ভালভাবে অনুসরণ করে, নিশ্চিতভাবে সে দেশ উন্নতি লাভ করবে এবং অন্যান্য দেশের শ্রদ্ধা অর্জন করবে।

২। এক সময়ে এক রাজা ছিলেন যিনি খুবই সুচারুরূপে তাঁর রাজ্য শাসন করতেন। তাঁর প্রাজ্ঞতার জন্য তাঁকে 'মহান আলোকিত রাজা' বলে ডাকা হতো। তিনি তাঁর প্রশাসনিক নীতিমালাকে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

দেশ শাসনের জন্য একজন শাসকের সঠিক পন্থা হলো আগে নিজেকে শাসন করা। একজন শাসককে তাঁর মৈত্রীময় অন্তর নিয়ে জনগণের সম্মুখে উপস্থিত হতে হবে, এবং তাদের মন থেকে সকল প্রকার অকুশল চিন্তা-চেতনা মুছে ফেলে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার শিক্ষা দান করতে হবে। পৃথিবীর বৈষয়িক সম্পদের মাধ্যমে যে আনন্দ পাওয়া যায়, উত্তম শিক্ষার মাধ্যমে তার চেয়ে অধিক শান্তি পাওয়া যায়।

অতএব, তিনি তাঁর জনগণকে উত্তম শিক্ষা দানের মাধ্যমে তাদের দেহ ও মনের শান্তি রক্ষা করতে পারবেন।

যখন কোন দরিদ্র লোক তাঁর বাড়ীতে আগমন করে তখন তাদের জন্য নিজের ভান্ডার খুলে দেয়া উচিৎ এবং তাদের যা প্রয়োজন তা নিয়ে যেতে দেয়া উচিৎ। সময়ে তাদেরকে প্রজ্ঞা শিক্ষার মাধ্যমে লোভ এবং অকুশল কর্ম পরিহার করার শিক্ষা দেয়া উচিৎ।

মানুষের মনের উপলব্ধির স্তরানুসারে কোন জিনিসের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কোন কোন মানুষ মনে করে তারা যে শহরে বসবাস করে তা অতীব সুন্দর ও মনোরম, আবার কোন কোন লোক তাকে অপরিস্কার ও পুরানো জীর্ণ অবস্হায় দর্শন করে। এসব তাদের মনের অবস্হার উপর নির্ভর করে।

যারা মনে শ্রদ্ধার সাথে উত্তম শিক্ষাকে ধারণ করে, তারা সাধারণ গাছপালা ও পাথরের মধ্যে সুন্দর ও চকচকে উজ্জ্বল আলো প্রত্যক্ষ করে, লোভী লোকেরা, তাদের মনকে নিয়ন্ত্রণ করার মত যথেষ্ট উপায় জানে না। তাই তারা সোনালী প্রাসাদের রূপ প্রত্যক্ষ করতেও অন্ধের ন্যায় ব্যর্থ।

একই দেশের সকল মানুষের ব্যবহারিক জীবন হলো এক। কারণ তাদের সমস্ত কিছুর উৎস হলো মন। অতএব, শাসকের উচিৎ প্রথমে তাঁর জনগণের মনকে নিয়ন্ত্রণ করার শিক্ষা দেয়া।

৩। প্রাজ্ঞ প্রশাসনের প্রধানতম নীতিমালা হচ্ছে, মহান আলোকিত রাজার মতো, জনগণকে তাদের মানসিক প্রশিক্ষণের প্রতি নমিত করা।

মনকে প্রশিক্ষিত করার অর্থ হলো জ্ঞানের অনুসন্ধানী হওয়া। অতএব, একজন প্রাজ্ঞ শাসককে সর্বপ্রথমে বুদ্ধের শিক্ষার প্রতি মনোযোগ দেয়া উচিৎ।

যদি বুদ্ধের প্রতি একজন শাসকের বিশ্বাস থাকে, যদি তিনি বুদ্ধের শিক্ষার প্রতি নিবেদিত হন, ধার্মিক ও করুণাময় মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও প্রশংসা প্রকাশ করেন,

তখন বন্ধু অথবা শত্রুদের মাঝে তাঁর গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্নই উঠে না; বরং এমন যোগ্য শাসকের গুণে তাঁর দেশ উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সাধন করবে।

যদি একটি দেশ উন্নত হয়, তাহলে ঐ দেশ অন্য দেশকে আক্রমণ করার কোন প্রয়োজন নেই। তাই ঐ দেশের জন্যে কোন প্রকারের অস্ত্র-শস্ত্রও প্রয়োজন হয় না।

যখন জনগণ সুখী ও সন্তুষ্ট থাকে, শ্রেণী বৈষম্য তখন বিলুপ্ত হবে, কুশল কাজের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পাবে, নৈতিক উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পাবে, সর্বোপরি জনগণ একে অপরকে সম্মান করবে। এতে সকলেই উন্নতি লাভ করবে, আবহাওয়া ও তাপমাত্রা স্বাভাবিক আকার ধারণ করবে। চন্দ্র, সূর্য ও তারকারাজি স্বাভাবিকভাবে তার চতুস্পার্শ্বে আলোকিত করবে। ঝড়-বৃষ্টি সময়মত নেমে আসবে। সকল প্রকার প্রাকৃতিক বিপর্যয় আপনা আপনি দুরীভূত হবে।

৪। একজন শাসকের দায়িত্ব হলো তাঁর জনগণকে রক্ষা করা। তিনি হলেন জনগণের পিতা সদৃশ। তাই আইনের শাসন দ্বারা তিনি তাদেরকে রক্ষা করবেন। বাচ্চারা কান্না করার পূর্বে তাদেরকে যেমনটি পিতা মাতারা ভেজা কাপড় এর পরিবর্তে শুকনা কাপড় পরিহিত করায় তেমনি শাসক নিজের ছেলে মেয়ের ন্যায় জনগণকে যত্ন সহকারে উপযুক্ত করে তুলবেন। এবং তাদেরকে দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করবেন কোন প্রকার অভিযোগ উত্থাপন করার পূর্বে। ইহাও সত্য যে, যদি তাঁর জনগণ দেশে শান্তিতে বসবাস করতে না পারে, তাহলে তাঁর শাসন সঠিক নয়। জনগণ হলো তার দেশের সম্পদ সদৃশ।

সুতরাং, একজন প্রাজ্ঞ শাসক সবসময় তাঁর জনগণের কথা চিন্তা করেন এবং তিনি কখনও তাঁর জনগণের কথা এক মুহূর্তের জন্যও ভুলে থাকতে পারেন না। তিনি জনগণের কষ্টের কথা চিন্তা করেন এবং তাদের উন্নতির জন্য পরিকল্পনা করেন। প্রাজ্ঞতার সাথে দেশ শাসন করতে হলে তাঁকে সব বিষয়ে উপদেশ দিতে হবে। যেমন- পানি, খরা, ঝড়, ও বৃষ্টি সম্পর্কে তাঁকে উপদেশ দিতে হবে। তাঁকে অবশ্যই শস্য সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে, ভালো ফসল কিভাবে উৎপাদন করা যায়

সে সম্পর্কেও তাঁর ধারণা থাকতে হবে, জনগণের আরাম-আয়েশের দিকে এবং দুঃখ-দুর্দশার দিকেও তাঁকে দৃষ্টি রাখতে হবে। ভালো লোককে তার ভালো কাজের প্রশংসার মাধ্যমে এবং খারাপ লোককে তার খারাপ কাজের শাস্তির মাধ্যমে জনগণকে পরিস্কার করে বুঝিয়ে দিতে হবে এদের দু'য়ের অবস্হান সম্পর্কে।

একজন প্রাজ্ঞ শাসক জনগণের প্রয়োজন অনুযায়ী সাহায্য করেন, আবার যখন জনগণ উন্নতি লাভ করে তখন তাদের কাছ থেকে তা সংগ্রহ করেন। যখন কর আদায় করা হয় তখন তাঁকে অবশ্যই সঠিকভাবে বিবেচনা করে করতে হবে এবং যতটুকু সম্ভব করের বোঝা যাতে হাল্কা হয় সে বিষয়ে বিবেচনা করা উচিৎ। এভাবে তিনি জনগণকে সঙ্গতিপূর্ণ অবস্হায় রাখবেন।

একজন প্রাজ্ঞ শাসক তাঁর ক্ষমতা ও মর্যাদা দ্বারা তাঁর জনগণকে রক্ষা করবেন। যদি কেউ এভাবে দেশের জনগণকে শাসন করে, তাহলে জনগণ তাঁকে সম্মানের সাথে রাজা বলে ডাকবে।

৫। সত্যের রাজা হলেন রাজাদের রাজা। তাঁর রাজত্ব হয় বিশুদ্ধ এবং সর্ব্বোচ্চ। তিনি কেবল মাত্র এই বিশ্বের এক চতুর্থাংশ দেশ শাসন করেন না, আবার তিনি প্রজ্ঞারও প্রভু এবং সকল প্রকার পবিত্র শিক্ষার রক্ষা কর্তাও বটে।

তিনি যেখানে যাবেন সেখানে যুদ্ধ বন্ধ হবে এবং দ্বেষ চিত্ত ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। তিনি সত্যের ক্ষমতা দ্বারা সকলকে নিরপেক্ষভাবে শাসন করেন, এবং সকল অশুভ কিছুকে বিলীন করে দিয়ে সকলের জন্য শান্তি বয়ে আনেন।

সত্যের রাজা কখনো হত্যা করেন না, চুরি করেন না, ব্যভিচার করেন না। তিনি কখনো প্রতারণা করেন না, কটু কথা বলেন না, মিথ্যা ভাষণ করেন না, অর্থহীন কথা বলেন না। তাঁর মন সকল প্রকার লোভ, দ্বেষ ও মোহমুক্ত। তিনি উক্ত দশ প্রকার অকুশল কাজ বর্জন করেন এবং এগুলোর পরিবর্তে দশ প্রকার কুশল কাজ সম্পাদন করেন।

সত্যিকার জীবনধারণের ব্যবহারিক নির্দেশনা

সত্যের উপর ভিত্তি করে তাঁর শাসন পরিচালিত হওয়ার কারণে তিনি অপরাজেয়। যেখানে সত্য উপস্থিত, সেখানে সংঘর্ষ বিলোপ হয় এবং দ্বেষ ভাবও ধ্বংস হয়ে যায়। জনগণের মধ্যে কোন প্রকারের মতপার্থক্য থাকে না, তারা শান্তি ও নিরাপদে দিনাতিপাত করে থাকে; সত্যের কিঞ্চিত উপস্থিতিও তাদের মধ্যে শান্তি ও সুখ আনয়ন করে। সে কারণেই তাঁকে সত্যের রাজা বলে সম্বোধন করা হয়।

যেহেতু সত্যের রাজাই সকল রাজার রাজা, তাই অন্য সকল শাসকেরা তাঁর নামের প্রশংসা করেন এবং তাঁকে উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করে নিজেদের রাজ্য শাসন করেন।

অতএব, সত্যের রাজা সকল রাজার উপর সার্বভৌম ক্ষমতা অর্জন করেন। তাঁর প্রদর্শিত সত্যের পথ অনুসরণ করে তাঁরা তাঁদের জনগণের জন্য শান্তি বয়ে আনেন এবং ধর্মের সাথে তাঁদের দায়িত্ব পরিপূর্ণ করেন।

৬। একজন জ্ঞানী শাসক করুণাপরায়ণ হয়ে বিচার কার্য সম্পাদন করে থাকেন। পঞ্চশীল নীতির ভিত্তিতে তিনি এক একটি ঘটনাকে প্রাজ্ঞতার মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

উক্ত পাঁচটি নীতি হলো, প্রথমতঃ, তিনি অবশ্যই উপস্থাপিত ঘটনার সত্যতা পরীক্ষা করবেন।

দ্বিতীয়তঃ, তিনি অবশ্যই নিশ্চিত হবেন যে এটা তাঁর বিচারের আওতাভুক্ত। যদি তিনি পূর্ণ আস্থার মাধ্যমে কোন বিচারের রায় ঘোষণা করেন, তবে তা হবে কার্যকর। কিন্তু তিনি যদি এর বিপরীত করেন, তাহলে তা হবে জটিলতা সৃষ্টি করা মাত্র। সঠিক কারণগুলো জানার জন্য তাঁকে অপেক্ষা করা উচিৎ।

তৃতীয়তঃ, তিনি সঠিকভাবে বিচার করবেন। এর অর্থ হলো, তিনি অবশ্যই অপরাধীর মনের মধ্যে প্রবেশ করবেন। যদি তিনি বুঝতে পারেন যে, অপরাধীর দৃষ্টিকোণ থেকে সে এই অপরাধ সংগঠিত করেনি, তাহলে তিনি তাকে মুক্তি

দেবেন।

চতুর্থতঃ, তিনি রূঢ়ভাবে বিচারের ফলাফল প্রকাশ না করে মৈত্রীর মাধ্যমে প্রকাশ করবেন। এর অর্থ হলো, তিনি বিচারে যথাযথ শাস্তির ব্যবস্হা করবেন কিন্তু তাঁর সীমা অতিক্রম করবেন না। একজন আদর্শবান শাসক মৈত্রীর দ্বারা অপরাধীকে শিক্ষা দিয়ে থাকেন এবং তাকে নিজের ভুল গভীরভাবে বিবেচনা করার জন্য সময় দিয়ে থাকেন।

পঞ্চমতঃ, তিনি রাগভাবের দ্বারা নয় বরং করুণাভাবের মাধ্যমে বিচার কার্য সম্পাদন করবেন। এর অর্থ হলো, তিনি অপরাধকে শাস্তি দেবেন কিন্তু অপরাধীকে নয়। করুণার উপর ভিত্তি করেই তিনি তাঁর বিচার কাজকে পরিচালিত করবেন এবং অপরাধীকে তার অপরাধ সম্পর্কে অনুধাবন করার জন্যে ব্যবস্হা গ্রহণে সচেষ্ট হবেন।

৭। যদি রাজ্যের কোন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী তাঁর দায়িত্বে অবহেলা করেন, নিজের লাভের ইচ্ছায় কাজ করেন বা চুরির আশ্রয় নেন, তা দ্রুত জনসাধারণের নৈতিকতা নষ্ট করে দেয়। লোকেরা একে অপরকে প্রতারণা করে, দুর্বল লোকেরা সবল লোকদেরকে আক্রমন করে, একজন শক্তিশালী ব্যক্তি সাধারণ ব্যক্তির উপর দুর্ব্যবহার করে বা একজন ধনীলোক গরীবের অসহায়ত্বের সুযোগ নেবে, এমনটি হলে কারো জন্য কোন বিচার অবশিষ্ট থাকবে না। অসদাচরণ সীমা ছেড়ে গেলে সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে বহুমুখী।

এরূপ পরিস্হিতিতে, বিশ্বাসী মন্ত্রীগণ জনসেবা থেকে দূরে সরে যাবে, জ্ঞানী ব্যক্তিগণ জটিলতার ভয় থেকে দূরে সরে থাকবে, এবং তোষামোদকারীরাই রাজ্য ক্ষমতা পরিচালনা করতে থাকবে। তারা জনগণের ভোগান্তির কথা বিবেচনা না করে রাজনৈতিক ক্ষমতাকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবে।

এরূপ অবস্হাতে সরকারের ক্ষমতা অকার্যকর হয়ে পড়ে এবং শাসন নীতি ধ্বংসে নিপাতিত হয়।

সত্যিকার জীবনধারণের ব্যবহারিক নির্দেশনা

এরূপ অবিবেচক কর্মকর্তারা জনগণের সুখকে চোরের ন্যায় হরণ করে। তারা চোরের চেয়েও অধম, কারণ একজন শাসক হিসেবে ও একজন মানুষ হিসেবে উভয় দিক থেকে তারা প্রতারক এবং জাতীয় সমস্যার কারণ। রাজার উচিৎ এসকল কর্মকর্তার মূলোৎপাটন করা এবং তাদের শাস্তি দেয়া।

যদি কোন দেশ ভাল রাজার দ্বারা বা সঠিক আইনের দ্বারা শাসিত হয়, এখানে অন্য এক ধরনের আনুগত্যের সৃষ্টি হয়। দেখা যায় যে, কোন কোন ছেলে/মেয়েরা যারা পিতা-মাতা দ্বারা সুদীর্ঘ বৎসর ধরে লালন পালন ও সেবা শুশ্রুষা লাভ করেছে তারা ঐ পিতা-মাতার কথা ভুলে গিয়ে কেবল নিজেদের সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসায় মত্ত হয়ে পড়ে। তারা পিতা-মাতাকে অবহেলা করে, তাদের নিজ সম্পত্তি থেকে অধিকার বঞ্চিত করে এবং তাঁদের শিক্ষাকে অবহেলা করে। এরূপ সন্তানকে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে ধূর্ত বলা যায়।

কেন তাদেরকে এরূপ বলা হয় ? কারণ তারা পিতা-মাতার প্রতি কৃতঘ্ন। যাদের সুদীর্ঘ জীবনের প্রদত্ত ভালবাসা ছিল মহৎ। সেই ভালবাসার দান শোধ করা যাবে না, যদিও সে সারা জীবন তাঁর পিতা-মাতাকে সম্মান করে ও সেবা শুশ্রূষার মাধ্যমে দয়া প্রদর্শন করে। একইভাবে যারা তাদের শাসকের প্রতি অনুগত ও কৃতজ্ঞ নয় এবং পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞপরায়ণ নয়, তাদেরকে অধম অপরাধী হিসেবে শাস্তি দেয়া উচিৎ।

এমনকি যদি কোন দেশ ভাল রাজা এবং সঠিক আইন দ্বারা শাসিত হয়, তবুও সেখানে অন্য এক ধরনের আনুগত্যের সৃষ্টি হয়। যেমন, কোন কোন লোক আছে যারা বুদ্ধ রত্ন, ধর্ম রত্ন এবং সংঘ রত্নের মতো অমূল্য রত্নত্রয়ের কথা সম্পূর্ণ ভুলে যান। এরূপ লোকেরা দেশের পবিত্রতা নষ্ট করে, পবিত্র ধর্ম গ্রন্থাদিতে অগ্নি সংযোগ করে, প্রকৃত শিক্ষকদেরকে তাদের নিজেদের হীনস্বার্থে ব্যবহার করে। এভাবে বুদ্ধের পবিত্র শিক্ষাকে তারা অবমাননা করে। তাই তারাও অধম অপরাধীদের দলভুক্ত।

এরূপ কেন হয়? কারণ তারা তাদের জাতীয় আধ্যাত্মিক বিশ্বাসকে ধ্বংস করেছে, যা তাদের মূলভিত্তি ও পুণ্য অর্জনের উৎস স্বরূপ। এরূপ লোক যারা অন্যের

বিশ্বাসে আগুন ধরে দেয়, তারা নিজেরাই নিজেদের শ্মশান রচনা করছে।

তুলনামূলকভাবে অন্যান্য অকুশল কর্মগুলোকেও এমন অনানুগত্যের আলোকে আলোচনা করা যায়। এ সকল অনানুগত অপরাধীদেরকেও মারাত্মক শাস্তি দেয়া উচিৎ।

৮। একজন ভাল শাসক যিনি দেশকে সঠিক আইনের মাধ্যমে শাসন করেন, তাঁর বিরুদ্ধেও ষড়যন্ত্র হতে পারে বা বৈদেশিক শত্রুও তাঁর দেশের উপর হামলা করতে পারে। এরূপ পরিস্থিতিতে শাসককে তিনটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিৎ।

তাঁকে সিদ্ধান্ত করতে হবে যে, "প্রথমতঃ, এসকল ষড়যন্ত্রকারীরা বা বৈদেশিক শত্রুরা সুশাসন এবং দেশের কল্যাণের জন্য হুমকি স্বরূপ; আমার অবশ্যই উচিৎ জনগণকে এবং দেশকে রক্ষা করা, এমনকি প্রয়োজনে সেনা ও অস্ত্রের সাহায্যে হলেও।"

"দ্বিতীয়তঃ, অস্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে আমি তাদেরকে দমনে অন্য যে কোন উপায় অনুসন্ধান করবো।"

"তৃতীয়তঃ, আমি তাদেরকে হত্যা না করে, জীবিত অবস্থায়, এবং নিরস্ত্র অবস্থায় পরাভূত করার চেষ্টা করবো।"

এ তিনটি সিদ্ধান্তকে প্রয়োগ করে উপযুক্ত পদে উপযুক্ত লোক নিয়োগ দিয়ে এবং নির্দেশনা দিয়ে রাজা জ্ঞান দূরদর্শিতার মাধ্যমে সমস্যার মোকাবেলা করতে পারেন।

এভাবে অগ্রসর হলে, দেশ এবং তার সৈন্যরা রাজার প্রাজ্ঞতা এবং আত্ম-সম্মানবোধের দ্বারা উৎসাহিত হবেন এবং দৃঢ়তা ও মহত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবেন। যখন সৈন্যদেরকে ডাকার প্রয়োজন পড়বে, তখন তাঁরা সম্পূর্ণরূপে যুদ্ধের কারণ এবং এর প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অনুধাবন করতে পারবেন। ফলে, তাঁরা সাহস ও আনুগত্যের সাথে যুদ্ধের মাঠে গমন করবেন। তাঁরা রাজার দূরদর্শিতা

সত্যিকার জীবনধারণের ব্যবহারিক নির্দেশনা

জ্ঞানকে সম্মান করবেন এবং রাজ্যের সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রতি দৃঢ় প্রত্যয়ী হবেন। এরূপ যুদ্ধ দেশের জন্য শুধু বিজয়ই বয়ে আনবে না বরং সম্মানও বর্ধিত করবে।

৩য় পরিচ্ছেদ

বুদ্ধভূমি গঠন

১

ভ্রাতৃসংঘের মধ্যে সহনশীলতা

১। চলুন আমরা একটি মরুভূমির ন্যায় দেশের কথা কল্পনা করি, যা সম্পূর্ণরূপে অন্ধকারের মধ্যে ডুবে আছে এবং যেখানে অসংখ্য প্রাণী গভীর অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছে।

স্বাভাবিকভাবে তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে, যেহেতু তারা রাত্রে একে অপরকে না চিনেই দৌড়াচ্ছে। তাই তারা হতাশা ও একাকীত্ব বোধ করবে। প্রকৃতপক্ষে, ইহা একটি করুণ চিত্র।

অতপর চলুন আমরা কল্পনা করি, হঠাৎ এক মহৎ ব্যক্তি টর্চ নিয়ে সেখানে আবির্ভূত হলেন এবং তাঁর চতুর্দিকের সমস্ত কিছুই আলোকোজ্জ্বল হয়ে পরিস্কারভাবে দেখা দিল।

এতে অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবিত প্রাণীগুলো হঠাৎ করে মুক্তির সন্ধান পেল, কারণ তারা একে অপরকে চিনতে পারলো এবং একে অন্যের সাথে এই মুক্তির স্বাদ ভাগাভাগি করে উপভোগ করলো।

এ কাহিনীর "মরুভূমির দেশ" দ্বারা মানব জগতকে বুঝানো হয়েছে, যখন তা তৃষ্ণার অন্ধকারে আবৃত হয়ে থাকে। যাদের মনের মধ্যে প্রজ্ঞার আলো নেই তারা একাকীত্ব ও ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। তারা একাকী জন্মগ্রহণ করেও একাকী

মৃত্যুবরণ করে। তারা জানে না কিভাবে তাদের বন্ধুদের সাথে মিলিত হতে হয় এবং কিভাবে শান্তিতে ও মিলেমিশে বাস করতে হয়, এবং তারা স্বভাবতই হতাশাগ্রস্ত ও ভীত।

"একজন টর্চবহনকারী মহৎ ব্যক্তি'র" দ্বারা মানবীয় অবয়বে বুদ্ধকে বুঝানো হচ্ছে, এবং তিনি তাঁর প্রজ্ঞার আলোকে ও করুণার দ্বারা এই পৃথিবীর অন্ধকার দূরীভূত করতে পারেন।

এই আলোর মাধ্যমে জনগণ নিজেদেরকে এবং অন্যদেরকেও দেখতে পায়। এতে একে অপরের সাথে সৌভ্রাতৃত্বপূর্ণ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে।

কোন কোন সম্প্রদায়ে হাজার হাজার লোক বাস করতে পারে, কিন্তু তা প্রকৃত সৌভ্রাতৃত্ব নয়, যতক্ষণ না তারা একে অপরকে না জানে; বা একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল না হয়।

একটি আদর্শ সম্প্রদায় বিশ্বাস ও প্রজ্ঞার দ্বারা আলোকিত হয়। ইহা এমন একটি স্থান যেখানে লোকজন একে অপরকে জানে এবং সামাজিক ঐকমত্য বিরাজ করে।

বস্তুতপক্ষে, ঐকমত্য হলো জীবন এবং এর প্রকৃত অর্থ হলো সত্যিকার সম্প্রদায় বা সংগঠন।

২। সংগঠনের মধ্যে তিন প্রকারের সংগঠন দেখা যায়। প্রথমতঃ, কোন কোন সংগঠন ক্ষমতা, সম্পদ বা মহান ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে গঠিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ, কোন কোন সংগঠন আছে যেগুলো সদস্যদের সুবিধানুযায়ী গঠিত হয়, ঐ সকল সংগঠন সদস্যদের সুযোগ-সুবিধা ও সন্তুষ্টি, বিবাদ না করে যতদিন পর্যন্ত ধরে রাখা যাবে, ততদিন পর্যন্ত রক্ষা করতে পারবে।

তৃতীয়তঃ, এমন কিছু সংগঠন আছে যেগুলো কিছু আদর্শ শিক্ষার মাধ্যমে সংগঠিত হয় এবং ঐ শিক্ষা ও ঐক্যমতই ইহার প্রাণ স্বরূপ।

অবশ্যই শেষোক্ত সংগঠন হলো প্রকৃত সংগঠন, যেখানে সদস্যগণ একই মতাদর্শে কাজ করে থাকে, যেখান থেকে একতাশক্তি ও বিভিন্ন গুণাবলী সৃষ্টি হয়। এরূপ সংগঠনের মধ্যে ঐক্যতা, সন্তুষ্টি ও সুখ বিরাজ করবে।

জ্ঞান হলো বৃষ্টি স্বরূপ, যা পর্বতের উপর পতিত হয়, এবং খাঁজে জমা হয়ে ছোট ছোট স্রোত হিসেবে নিম্ন দিকে প্রবাহিত হয়ে নদীর সাথে মিলিত হয় এবং পরিশেষে সাগরের সাথে একত্রিত হয়।

আদর্শ শিক্ষা স্বরূপ বৃষ্টি মানুষের অবস্হা বা পরিস্হিতি বিবেচনা না করেই সকল লোকের উপর সমানভাবে পতিত হয়। যারা ইহা গ্রহণ করে তারা ছোট দলে সংগঠিত হয়, তারপর সংগঠনে রূপ নেয় এবং পরবর্তীতে সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। পরিশেষে, তারা নিজেদেরকে জ্ঞানের মহাসাগরে আবিস্কার করতে সক্ষম হয়।

এসকল মানুষের মন, দুধ ও পানির মিশ্রণের ন্যায়, যা শেষ পর্যন্ত মহা ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে সকলকে আবদ্ধ করে।

অতএব, এভাবে আদর্শ শিক্ষা হলো একটি আদর্শ সংগঠনের মৌলিক চাহিদা। পূর্বেই যা উল্লেখ করা হয়েছে, ইহা হলো আলো সদৃশ, যার দ্বারা জনগণ একে অপরকে চিনতে পারে, একে অপরের সাথে মিলিত হতে পারে, এবং এতে করে তারা তাদের মন হতে অকুশল চিন্তাগুলো বাদ দিয়ে একতা, শান্তি ও সম্প্রীতির মধ্যে দিনাতিপাত করতে পারবে।

এভাবে, যে সংগঠনগুলো বুদ্ধের প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে সংগঠিত হয়েছে সেগুলোকে ভ্রাতৃসংঘ বলা হয়।

তাদের উচিৎ বুদ্ধের শিক্ষাগুলো অনুসরণ করা এবং অনুরূপভাবে তাদের মনকে প্রশিক্ষণ দেয়া। এতে করে, সবাই তাত্ত্বিকভাবে বুদ্ধের ভ্রাতৃসংঘের সদস্য হতে পারবে। কিন্তু বাস্তবতার দিক থেকে, যারা একই ধর্মে বিশ্বাসী তারাই শুধু সদস্য হবেন।

৩। বুদ্ধের ভ্রাতৃসংঘের মধ্যে দু'ধরনের সদস্য থাকবেন, এদের প্রথম প্রকার হলো, যারা গৃহী সদস্যদের শিক্ষা দেবেন, এবং দ্বিতীয় প্রকার হলো, যারা শিক্ষকদেরকে তাঁদের প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য, বাসস্হান, ঔষধপথ্য ও পোষাকাদি দান দিয়ে সহযোগিতা করেন। তারা একত্রে বুদ্ধ শিক্ষাকে এভাবে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেবে এবং তা চলমান রাখবে।

অতঃপর, ভ্রাতৃত্বসংঘকে পূর্ণাঙ্গ করার জন্য সদস্যদের মধ্যে যথাযথ সৌর্হাদ্য অবশ্যই থাকতে হবে। শিক্ষকেরা সদস্যদেরকে শিক্ষা দেন এবং সদস্যরা শিক্ষকদেরকে সম্মান করে, এতে তাদের মধ্যে সৌর্হাদ্য রক্ষা পাবে।

বুদ্ধের ভ্রাতৃসংঘকে একে অপরের প্রতি স্নেহভাবাপন্ন ও সহনশীল হওয়া উচিৎ, বন্ধুভাবাপন্ন অনুসারী হিসেবে একত্রে বাস করা উচিৎ, এবং একই ভাবাদর্শে পূর্ণ হওয়া উচিৎ।

৪। ছয়টি কারণ আছে যেগুলোর দ্বারা ভ্রাতৃসংঘ সৌর্হাদ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে। এগুলো হলো, প্রথমতঃ, কথাবার্তায় আন্তরিকতা, দ্বিতীয়তঃ, দায়িত্বের প্রতি আন্তরিকতা ও দয়াভাব, তৃতীয়তঃ, মতাদর্শের প্রতি আন্তরিকতা ও সহানুভূতি, চতুর্থতঃ, সাধারণ সম্পত্তির সম বিভাজন, পঞ্চমতঃ, একইভাবে বিশুদ্ধ শীল প্রতিপালন এবং ষষ্টতঃ, সকলকে সম্যক দৃষ্টি সম্পন্ন হতে হবে; তথা আপন কাজ ও তার ফলের প্রতি এবং জন্মান্তরের প্রতি অগাধ বিশ্বাসী হতে হবে।

এগুলোর মধ্যে ষষ্ঠটি বা "সকলকে সম্যক দৃষ্টি সম্পন্ন হতে হবে" হচ্ছে পরমাণুর পিণ্ডীভূত অংশের ন্যায় এবং অপর পাঁচটি তার আবরণ সদৃশ কাজ করে।

ভ্রাতৃসংঘকে সফল হতে হলে দু'অংশে বিভক্ত সাতটি নীতিমালা অনুসরণ করা উচিৎ। এদের প্রথম অংশটি হলোঃ

(১) তাদের প্রায় সময় একত্রে মিলিত হওয়া উচিৎ, ধর্ম শিক্ষা শ্রবণ ও আলোচনা করা উচিৎ।

(২) তাদের মুক্ত মনে মেলামেশা করা উচিৎ এবং একে অপরকে শ্রদ্ধা করা উচিৎ।

(৩) তাদের ধর্মশিক্ষাকে শ্রদ্ধা করা উচিৎ এবং নীতিকে সম্মান করা ও এগুলোকে পরিবর্তন না করা উচিৎ।

(৪) বয়োজ্যেষ্ঠ ও বয়োকনিষ্ঠ সদস্যরা একে অপরের প্রতি সৌজন্যতা বজায় রেখে সম্পর্ক রক্ষা করা উচিৎ।

(৫) তাদের আচরণে আন্তরিকতা ও ভক্তির চিহ্ন থাকা উচিৎ।

(৬) তাদের উচিৎ নীরব স্থানে বসে নিজেদের মনকে পরিশুদ্ধ করা, এবং অন্য জনগণকেও করতে দেয়া।

(৭) তাদের উচিৎ সকল মানুষকে ভালবাসা, অতিথিদেরকে আন্তরিকতার সাথে ব্যবহার করা, এবং অসুস্হদের প্রতি সদয় ব্যবহার করা।

যদি ভ্রাতৃসংঘ উল্লেখিত নিয়মগুলো মেনে চলে, তাহলে তাদের কখনও অবনতি হবে না।

দ্বিতীয় অংশটি হলো, ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের উচিৎ (১) বিশুদ্ধ ভাবাদর্শ রক্ষা করা এবং একসাথে অনেক কিছুর সাথে জড়িত না হওয়া; (২) ন্যায়পরায়ণতা ও সকল প্রকার লোভ ত্যাগ করে বসবাস করা; (৩) ধৈর্য্য ধারণ করা এবং তর্ক না করা; (৪) নীরবতা পালন করা ও অনর্থক কথা না বলা; (৫) নীতির প্রতি অনুগত থাকা ও অশ্রদ্ধাপরায়ণ না হওয়া; (৬) মনকে একনিষ্ঠভাবে ধরে রাখা ও ভিন্ন শিক্ষা অনুসরণ না করা; এবং (৭) দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় সংযমী ও মিতব্যয়ী হওয়া।

যদি উল্লেখিত নিয়মগুলো সদস্যরা মেনে চলে, তাহলে ভ্রাতৃত্ববোধ দীর্ঘস্হায়ী হবে এবং কখনও অবনতি হবে না।

৫। উপরের বর্ণনানুসারে, ভ্রাতৃসংঘের মধ্যে সর্বপ্রথমে সৌহার্দ্য রক্ষা করা উচিৎ। সুতরাং, সৌহার্দ্য ব্যতিরেকে ভ্রাতৃত্ববোধের জন্ম হয় না। প্রত্যেক সদস্যগণ একে অপরকে রক্ষা করবে, কিন্তু বিরোধীতা করবে না। যদি বিরোধীতা দেখা দেয়, তাহলে তা অতি সহসা মীমাংসা করা উচিৎ। কারণ বিরোধীতা অতি সহসা যে কোন সংগঠনকে ধ্বংস করে দেয়।

অতিরিক্ত রক্তের দ্বারা রক্তের দাগ মোচন করা যায় না; অতিরিক্ত ক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে রোধ করা যায় না; ক্রোধকে দমন করা যায়, একমাত্র তাকে দমন করার মাধ্যমে।

৬। কালামিতি নামে একরাজা ছিলেন; যাঁর দেশ পার্শ্ববর্তী যুদ্ধবাজ রাজা ব্রম্মদত্ত কর্তৃক দখলীকৃত হয়েছিল। রাজা কালামিতি, তাঁর স্ত্রী পুত্রসহ কিছু দিন লুকানো অবস্হায় বন্দী হয়েছিলেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাঁর পুত্র, যুবরাজ, পালাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

যুবরাজ তাঁর পিতাকে বাঁচাতে কিছু উপায় উদ্ভাবন করতে চেয়েও ব্যর্থ হলেন। তাঁর পিতার মৃত্যুদণ্ডের দিন, যুবরাজ ছদ্মবেশে নিজেকে মৃত্যুদণ্ডের স্হানে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন, যেখানে তিনি কিছুই করতে পারছিলেন না, শুধু তাঁর দুর্দশাগ্রস্ত পিতার করুণ মৃত্যু, হতাশাগ্রস্ত নেত্রে অবলোকন করছিলেন।

তাঁর পিতা এমন আতঙ্কিত অবস্হার মধ্যেও তাঁর ছেলেকে চিনতে পেরেছিলেন এবং অস্পষ্ট ভাষাতে নিজেই নিজেকে বলার ন্যায় করে বলছিলেন, "দীর্ঘ সময় ধরে সন্ধান করবে না; দ্রুততার সাথে কিছু করবে না; ক্রোধকে কেবল মাত্র শান্তভাবের মাধ্যমেই দমন করা যায়।"

অতঃপর, দীর্ঘ সময় ধরে যুবরাজ প্রতিশোধের উপায় খোঁজছিল। পরিশেষে, সে রাজা ব্রম্মদত্তের প্রাসাদে পরিচারক হিসেবে চাকুরীতে নিযুক্ত হলো এবং রাজার অনুকম্পা লাভে সক্ষম হলো।

একদিন রাজা যখন শিকারে বের হলেন, যুবরাজ তখন প্রতিশোধের উপায় খুঁজছিলো। যুবরাজ তাঁর প্রভুকে একটি নির্জন স্হানে নিয়ে যেতে সক্ষম হলো, এবং তখন রাজা খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। যুবরাজকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে রাজা যুবরাজের কোলে তাঁর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন।

যুবরাজ তাঁর ছুরি বের করলো এবং তা রাজার গ্রীবায় বসিয়ে দিলো কিন্তু পরক্ষণে সে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লো। তার পিতার মৃত্যুদন্ডের সময়ে ব্যক্ত কথাগুলো তার মনে পড়লো, তারপরেও সে পুনঃ চেষ্টা করেও রাজাকে হত্যা করতে ব্যর্থ হলেন। হঠাৎ রাজা জাগ্রত হলো এবং যুবরাজকে বললেন, তিনি খারাপ স্বপ্ন দেখেন যে রাজা কালামিতির পুত্র তাঁকে হত্যা করতে চেষ্টা করছে।

যুবরাজ ছুরিটি তাঁর হাতে তুলে নিয়ে, রাজাকে দ্রুতগতিতে আঁকড়ে ধরলো এবং নিজেকে কালামিতি রাজার পুত্র বলে জানালো। তারপর সে বললো যে, শেষ পর্যন্ত তার পিতার প্রতিশোধ নেবার সময় এসেছে। কিন্তু তবুও সে রাজাকে হত্যা করতে পারলো না এবং হঠাৎ সে ছুরি ফেলে দিয়ে রাজার সম্মুখে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

যখন রাজা যুবরাজ থেকে তার পিতার শেষ কথাগুলো শুনলেন, তখন তিনি খুবই সন্তুষ্ট হলেন এবং যুবরাজের নিকট ক্ষমা চাইলেন। পরবর্তীতে, রাজা যুবরাজকে পূর্বের রাজ্য ফিরিয়ে দিলেন এবং পার্শ্ববর্তী দু'টি দেশের মধ্যে দীর্ঘ দিন ধরে বন্ধুত্বতার সম্পর্ক বজায় থাকলো।

মৃত্যুপথযাত্রী রাজা কালামিতির বক্তব্য ছিলো, "দীর্ঘ সময় ধরে অনুসন্ধান করবে না," মানে দীর্ঘ সময় ধরে মনে শত্রুতাকে পোষণ করা উচিৎ নয়, এবং "দ্রুততার সাথে কিছু করবে না" মানে বন্ধুত্বতা দ্রুততার সাথে নষ্ট করা উচিৎ নয়-একেই বুঝানো হয়েছে।

শত্রুতা দ্বারা কখনও শত্রুতা উপশম হয় না; একমাত্র একে ভুলার মাধ্যমেই এটা সম্ভব।

বুদ্ধভূমি গঠন

ভ্রাতৃসংঘের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সাধারণত সম্যক শিক্ষার সমন্বয়ের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠে। প্রত্যেক সদস্যদের উচিৎ এই কাহিনীর শিক্ষাকে প্রশংসা করা।

কেবলমাত্র ভ্রাতৃসংঘের সদস্যরা নয় সাধারণ মানুষেরও উচিৎ এই কাহিনীর শিক্ষাকে প্রশংসা করা এবং তাদের দৈনন্দিন জীবনে এই শিক্ষা অনুশীলন করা।

২

বুদ্ধ ভূমি

১। যেভাবে উপরে বর্ণনা করা হয়েছে, যদি ভ্রাতৃসংঘ তাঁদের দায়িত্ব হিসেবে বুদ্ধের শিক্ষাকে প্রচার ও প্রসারে সমন্বয় জীবন ধারার কথা ভুলে না যান, তাহলে এর সদস্য সংখ্যা বাড়তেই থাকবে এবং তাঁদের শিক্ষাও অনেক বিস্তৃতি লাভ করবে।

এর অর্থ হলো, অনেক লোক জ্ঞানের অনুসন্ধানী হবেন। তদুপরি, তৃষ্ণা ও কাম-লালসা দ্বারা পরিচালিত লোভ, দ্বেষ ও মোহ নামক অকুশল রিপুবাহিনী পশ্চাদপসারণ করতে শুরু করবে। তখন প্রজ্ঞার আলো, বিশ্বাস ও আনন্দ এসে উক্ত স্হান পরিপূরণ করবে।

অকুশল সদৃশ অবিদ্যা-তৃষ্ণা, তাড়না, যুদ্ধ, অস্ত্র, ও রক্তক্ষরণ দ্বারা আধিপত্য বিস্তার করে। যার ফলশ্রুতিতে, হিংসা, কুসংস্কার, ঘৃণা, প্রতারণা, চাটুকারিতা, তোষামোদ, গোপনীয়তা এবং অপব্যবহার ইত্যাদি পাপে পরিপূর্ণতা লাভ করে মানুষের মনোজগৎ।

ধরা যাক্, প্রজ্ঞার আলোকে শয়তানের রাজ্যকে আলোকিত করা হলো, এবং তার উপরে করুণার বৃষ্টি পতিত হলো। এতে বিশ্বাসের শিকড় গজাতে লাগলো, সর্বোপরি, এগুলোর মাধ্যমে আনন্দের ফল্গুধারা চতুর্দিকে সুগন্ধী ছড়াতে লাগলো।

আসবে।

শান্ত মৃদু বাতাস এবং গাছের শাখায় কিছু মুকুল যেমন বসন্তের আগমনী বার্তা জানিয়ে দেয়, তেমনিভাবে, একজন লোক যখন জ্ঞান অর্জন করেন, তখন ঘাস, বৃক্ষ, পর্বত, নদী এবং অন্যান্য সকল বস্তুই যেন নতুন জীবন লাভ করে মুখরিত হয়ে উঠে।

যদি একজন মানুষের মন পবিত্র হয়ে উঠে, তাহলে তার চতুর্দিকও তখন পবিত্র হয়ে উঠে।

২। যেখানে পবিত্র শিক্ষা বিদ্যমান, সেখানে সকলেই পবিত্রতার সাথে ও শান্ত মনে বসবাস করে। প্রকৃতপক্ষে, বুদ্ধের করুণা নিরবিচ্ছিন্নভাবে প্রত্যেককে উপকৃত করে, এবং তাঁর পবিত্র আলোকোজ্জ্বল শিক্ষাকে স্মরণ করার দ্বারা তাদের মন থেকে সকল প্রকার অকুশল দুরিভূত হয়ে যাবে।

একটি পবিত্র মন শীঘ্রই গভীর মনে পরিণত হয়, ইহা আর্য পথের অনুরূপ, ইহা দান দিতে ভালবাসে, ইহা শীল রক্ষা করতে ভালবাসে, একটি ধৈর্য্যশীল মন, একটি উদ্দমশীল মন, একটি শান্ত মন, একটি জ্ঞান সম্পন্ন মন, একটি করুণা সম্পন্ন মন যা মানুষকে বিভিন্ন দক্ষ উপায়ে জ্ঞান অর্জনের দিকে নিয়ে যায়। এভাবে বুদ্ধভূমি সৃষ্টি করা সম্ভব হয়।

উপরোক্ত প্রকারে একটি বাড়ী, যা স্বামী, স্ত্রী ও পুত্র কন্যা নিয়ে গঠিত, তা কালক্রমে রূপান্তরিত হয়ে এমন একটি বাড়ীতে পরিণত হয়, যেখানে বুদ্ধ উপস্থিত থাকেন। একটি দেশ, যা সামাজিক ভিন্নতার কারণে দুর্ভোগের সম্মুখীন হয় কিন্তু তাও একইভাবে পরিবর্তিত হয়ে মৈত্রীযুক্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ স্হানে পরিণত হয়।

একটি সুবর্ণ প্রাসাদ যা রক্তের দাগে রঞ্জিত তা কখনো বুদ্ধের বাসস্হান হতে পারে না। কিন্তু একটি ছোট কুঠির যেখানে ছাদের ছিদ্র দিয়ে চাঁদের আলো প্রবেশ

করে তা উপরোক্ত গুণাবলীর অনুশীলনে এমন এক স্থানে রূপান্তরিত হতে পারে, যেখানে বুদ্ধ অবস্থান করতে পারেন, তবে সর্বাগ্রে ঐ গৃহকর্তার মন পবিত্র হতে হবে।

যখন একজন মানুষের মনে পবিত্রতার ভিত্তিতে বুদ্ধভূমি রচিত হয়, তখন ঐ মন নিজে নিজে স্বগোত্রিয় অন্য মনকে টেনে আনবে এবং সৌহার্দপূর্ণ অবস্থায় ভ্রাতৃত্বভাব গড়ে তুলবে। বুদ্ধের প্রতি বিশ্বাস স্বতন্ত্রলোক থেকে পরিবারে প্রসারিত হয়, পরিবার থেকে গ্রামে, গ্রাম থেকে শহরে, শহর থেকে বড় শহরে, বড় শহর থেকে দেশে এবং পরিশেষে সমগ্র বিশ্বে প্রসারিত হয়।

বস্তুতপক্ষে, ধর্মীয় শিক্ষা প্রসারে আন্তরিকতা এবং বিশ্বস্ততাই বুদ্ধভূমি গঠন করতে পারে।

৩। ইহাই সত্য যে, যখন আমরা এই পৃথিবীকে এক দিক থেকে দেখি, এ পৃথিবীটা লোভ, অবিচার, রক্তপাত ইত্যাদি অকুশল কর্ম দ্বারা পরিপূর্ণ; আবার অন্য দিক থেকে যদি দেখি, মানুষেরা বুদ্ধের জ্ঞানকে বিশ্বাস করছে, তখন বিশ্বাস করতে হবে, অবশ্যই একদিন এই রক্ত দুধে রূপান্তরিত হবে, লোভ করুণায় পরিণত হবে, এবং সর্বোপরি, সমগ্র অকুশল ভূমি বুদ্ধের পবিত্র ভূমিতে পরিণত হবে।

একটি ছোট বালতি দিয়ে সাগর সেচ করা কঠিন কাজ মনে হতে পারে, কিন্তু মনে যদি দৃঢ়তা থাকে, এমনকি অনেক অনেক জীবন অতিবাহিত হলেও এই মনের দ্বারা সে একদিন বুদ্ধজ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হবে।

বুদ্ধ অন্য এক পথে অপেক্ষা করছেন; তা হলো তাঁর জ্ঞান-মার্গ; যেখানে কোন লোভ নেই, দ্বেষ নেই, অতৃপ্ত আকাঙ্খা নেই, দুঃখ নেই, নেই কোন যন্ত্রণা, কিন্তু যেখানে আছে শুধু প্রজ্ঞার আলো এবং করুণার বৃষ্টি।

ইহা শান্তির স্থান, যারা দুঃখ ভোগ করছে, কষ্ট ভোগ করছে ও যন্ত্রণা ভোগ করছে তাদের জন্য শরণ গ্রহণ করার স্থান; যারা ধর্ম প্রসারে একটু বিশ্রাম নিতে চান, এটা

তাদের জন্য বিশ্রামের স্হান।

এই শুদ্ধাবাসে অসংখ্য আলো এবং চিরঞ্জীব প্রাণীর বাস। যাঁরা এ রাজ্যে আগমন করেন তাঁরা কখনও মোহের রাজ্যে ফিরে যান না।

প্রকৃতপক্ষে, এই শুদ্ধাবাস যেখানে পুষ্প বাতাসে সুগন্ধী ছড়ায় প্রজ্ঞার মাধ্যমে এবং পাখীরা তাদের কলরবের দ্বারা পবিত্র ধর্ম গান পরিবেশন করে, ইহা সকল মানুষের শেষ গন্তব্যস্হল।

৪। যদিও এই বুদ্ধভূমি বিশ্রামের স্হান, কিন্তু ইহা অলসতার স্হান নয়। এই স্হানের সুগন্ধীযুক্ত ফুলের বিছানা আলস্য ও শ্রমবিমূখ ব্যক্তির জন্য নয়, এই স্হান হলো সতেজতা ও বিশ্রামের জন্য, যেখানে পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করবে এবং প্রবল আগ্রহের সাথে বুদ্ধের জ্ঞানকে প্রচারে নিয়োজিত হবে।

বুদ্ধের ধর্ম চিরস্হায়ী। যতদিন পর্যন্ত মানব সমাজের অস্তিত্ব থাকবে এবং প্রাণী জগতের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকবে, যতদিন পর্যন্ত স্বার্থপর এবং কলুষিত মন তাদের নিজেদের বিশ্ব ও পারিপার্শ্বিকতা সৃষ্টি করবে, ততদিন পর্যন্ত বুদ্ধ ধর্মের প্রচার শেষ হবে না।

বুদ্ধের শিষ্যরা, যারা অমিতাভ বুদ্ধের সর্ব্বোচ্চ শক্তির মাধ্যমে শুদ্ধাবাস অতিক্রম করেন, তাঁরা সম্ভবত প্রবল আগ্রহ সহকারে যেখান থেকে এসেছেন, সেখানে ফিরে যেতে চান। কারণ সেখানে তাঁদের দায়বদ্ধতা আছে। সেখানে তাঁরা বুদ্ধের ধর্ম প্রচারে অংশগ্রহণ করবেন।

ছোট মোমবাতির আলো যেমন ধারাবাহিকভাবে একটি থেকে অন্যটিতে আলো ছড়ায়, তেমনিভাবে বুদ্ধের করুণার আলোও একজনের মন হতে অন্যজনের মনে অসমাপ্তভাবে প্রসারিত হয়।

বুদ্ধের শিষ্যগণ তাঁর করুণার ভাবাদর্শকে বুঝতে পারেন, বিশুদ্ধিতা ও জ্ঞান

লাভের করণীয় কাজের সাথে মানিয়ে নিতে পারেন। তাঁরা একে এক বংশধর হতে অন্য বংশধরের নিকট ক্রমান্বয়ে সঞ্চারিত করে বুদ্ধভূমিকে অনাদি ও অনন্তকাল ধরে মহিমান্বিত করার জন্যে প্রেরণ করেন।

৩
বুদ্ধ ভূমিতে যাঁরা মহিমান্বিত

১। শ্যামাবতী, যিনি রাজা উদয়নের স্ত্রী, তিনি বুদ্ধের প্রতি খুবই নিবেদিত ছিলেন।

তিনি প্রাসাদের গভীর প্রকোষ্ঠে বাস করতেন, তেমন বাহিরে যেতেন না। কিন্তু তাঁর পরিচারিকা উত্তরা, যার স্মৃতিশক্তি ছিলো খুবই প্রখর, সে প্রায় সময় বুদ্ধের দেশনা শ্রবণ করার জন্য বের হতো।

সে যখন রাজপ্রাসাদে ফিরে আসতো, তখন রানীকে পুনঃরায় বুদ্ধের দেশনা সম্পর্কে বলতো, এবং এতে করে রানী উত্তরার প্রজ্ঞা ও বিশ্বাসের উপর অনেকটা নির্ভরশীল হয়ে পড়লেন।

রাজা উদয়নের দ্বিতীয় স্ত্রী, প্রথম স্ত্রীর প্রতি হিংসাপরায়ণ ছিলেন এবং তাঁকে হত্যা করতে চাইলেন। দ্বিতীয় স্ত্রী রাজাকে প্রথম স্ত্রীর কুৎসা রটনা করতেন, যতক্ষণ পর্যন্ত রাজা তা বিশ্বাস না করতেন। এভাবে একদিন রাজা দ্বিতীয় স্ত্রীর কথা বিশ্বাস করে তাঁর প্রথম স্ত্রী শ্যামাবতীকে হত্যা করতে মনস্থির করলেন।

রানী শ্যামাবতী এতই শান্তভাবে রাজার সম্মুখে দাঁড়ালেন, এতে রানীকে হত্যা করার মন আর তাঁর রইলো না। তিনি তাঁর অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণ করে রানীর প্রতি অবিশ্বাস মনোভাবের জন্য ক্ষমা চাইলেন।

এতে দ্বিতীয় স্ত্রীর হিংসা আরও বৃদ্ধি পেতে লাগলো এবং তিনি রাজার

অনুপস্থিতিতে দুবৃর্ত্ত পাঠালেন প্রাসাদের অভ্যন্তরে আগুন ধরিয়ে দেয়ার জন্য। রানী শ্যামাবতী শান্ত থাকলেন, তিনি হতভম্ব হয়ে যাওয়া পরিচারিকাকে শান্ত ও উৎসাহিত করলেন, তারপরে তিনি উদ্বেগহীনভাবে বুদ্ধের শিক্ষার আদর্শকে সাথে নিয়ে শান্তভাবে মৃত্যুবরণ করলেন। ঐ আগুনে পরিচারিকা উত্তরাও মৃত্যুবরণ করলো।

বুদ্ধের অনেক মহিলা শিষ্যাদের মধ্যে উক্ত দু'জন খুবই উচ্চ সম্মানের অধিকারিনী। রানী শ্যামাবতী, করুণার আদর্শ ও তাঁর পরিচারিকা উত্তরা একজন ভাল শ্রোতা হিসেবে।

২। যুবরাজ মহানাম ছিলেন শাক্যবংশীয় রাজা এবং বুদ্ধের চাচাতো ভাই। বুদ্ধের শিক্ষার প্রতি তাঁর যথেষ্ট বিশ্বাস ছিলো। তিনি বুদ্ধের খুবই শ্রদ্ধাবান অনুসারীও ছিলেন।

সে সময়ে কোশলরাজ্যের বিরূঢ়ক নামক এক উগ্র রাজা যুদ্ধের মাধ্যমে মহানামের শাক্যরাজ্য দখল করেন। রাজা মহানাম বিরূঢ়ক রাজার নিকট গমন করে তাঁর জনগণের প্রাণ ভিক্ষা চাইলেন, কিন্তু রাজা তাঁর কথায় কর্ণপাত করলেন না। অতঃপর মহানাম বিরূঢ়কের নিকট প্রস্তাব করলেন, তিনি যতক্ষণ পর্যন্ত পার্শ্ববর্তী পুকুরে পানির নীচে থাকবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত যতজন বন্দী দৌড়ে পালাতে পারে ততজনকে মুক্তি দিতে।

এতে রাজা সম্মত হলেন। তিনি চিন্তা করলেন যে যুবরাজ অল্প সময়ের জন্যই পানির নীচে থাকতে পারবেন।

রাজা মহানাম পানিতে ডুব দেয়ার সাথে সাথে দুর্গের দরজা খুলে দেয়া হলো এবং বন্দীগণ তাড়াতাড়ি তাদের জীবন রক্ষা করতে বের হয়ে পড়লো। কিন্তু যুবরাজ মহানাম উঠে আসলেন না, তাঁর জনগণের প্রাণ রক্ষার জন্যে তিনি নিজের চুলকে পানির নীচে জলাশয়াদির দ্বারা সৃষ্ট গাছের শিকড়ের সাথে বেঁধে রেখে জীবন ত্যাগ করলেন।

৩। উৎপলাবর্ণা একজন বিখ্যাত ভিক্ষুনী ছিলেন; যাঁর প্রজ্ঞা বুদ্ধের প্রধান শিষ্য মোদগল্যায়ণের সাথে তুলনা করা হতো। তিনি ভিক্ষুনী সংঘের প্রধান ছিলেন এবং কখনো তাঁদের শিক্ষা দানে বিরত থাকতেন না।

দেবদত্ত ছিলেন একজন দুষ্ট ও নির্দয় স্বভাবের লোক, যিনি রাজা অজাতশত্রুর মনকে বুদ্ধের শিক্ষার বিরুদ্ধে বিষাক্ত করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে রাজা অজাতশত্রু অনুতপ্ত হয়ে, দেবদত্তের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন এবং পরে বুদ্ধের মহান শিষ্যে পরিণত হয়েছিলেন।

একসময়ে যখন দেবদত্ত রাজাকে দর্শনের জন্যে গিয়ে রাজপ্রাসাদের দরজা থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন, তখন তিনি রাজপ্রাসাদ থেকে বের হওয়ার সময়ে উৎপলাবর্ণার সাক্ষাৎ পেলেন। এতে তিনি খুবই রাগান্বিত হলেন এবং তাঁর প্রতি প্রণয়াভিলাষী হয়ে তাঁকে মারাত্নকভাবে আহত করলেন।

তিনি মারাত্নক ব্যথা নিয়ে তাঁর কুঠিরে ফিরে আসলেন এবং অন্য ভিক্ষুনীরা যখন তাঁকে সান্তনা দেয়ার চেষ্টা করছিলেন তখন তিনি তাঁদেরকে বললেন, "ভিক্ষুনীগণ ! মানব জীবনকে বুঝা যায় না, সকল বস্তুই অনিত্য ও অনাত্নাধর্মী। কেবল মাত্র জ্ঞানজগতই স্থির ও শান্তিপূর্ণ। তোমরা অবশ্যই তোমাদের অনুশীলন চালিয়ে যাবে।" অতঃপর তিনি শান্তভাবে মৃত্যুপথে গমন করলেন।

৪। একদা অঙ্গুলীমালা নামক এক ভয়ঙ্কর দস্যু ছিলেন, যিনি অনেক লোককে হত্যা করেছিলেন। কিন্তু মহাকারুণিক বুদ্ধ তাকে রক্ষা করেছিলেন এবং পরে তিনি বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

একদা তিনি ভিক্ষা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কোন এক শহরে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি তাঁর অতীত কর্মের জন্য জনগণ থেকে ভীষণ দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছিলেন।

গ্রামবাসীরা তাঁকে ভূপাতিত করে মারাত্নকভাবে আহত করে। কিন্তু রক্তপাতপূর্ণ

অবস্থায় তিনি বুদ্ধের নিকট ফিরে গেলেন। তাঁর পায়ে উপুড় হয়ে পড়ে অতীতে নিষ্ঠুর কর্মের জন্য ভোগান্তি অনুভবের সুযোগ দানের জন্যে বুদ্ধের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন।

তিনি বললেন, "মহাকারুণিক বুদ্ধ, আমার আসল নাম ছিল 'অহিংসক,' কিন্তু আমার অজ্ঞতার দরুন আমি অনেক মূল্যবান জীবন ধ্বংস করে দিয়েছি। তাদের এক এক জন হতে আমি এক একটি করে অঙ্গুলী নিয়েছি; সে কারণেই আমি অঙ্গুলীমালা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছি।"

"আমি আপনার করুণার দ্বারা জ্ঞান সাধনা করি এবং বুদ্ধ রত্ন, ধর্ম রত্ন ও সংঘ রত্ন এই ত্রিরত্নের প্রতি অনুরক্ত হই। যখন কোন ব্যক্তি ঘোড়া বা গরু চালনা করে তখন তাকে চাবুক বা দড়ি ব্যবহার করতে হয়, কিন্তু আপনি মহাকারুণিক বুদ্ধ, চাবুক বা দড়ি বা বাঁকা হুকের ব্যবহার ছাড়াই আমার মনকে পরিশুদ্ধ করেছেন।"

"মহাকারুণিক বুদ্ধ, আজ আমি যা ভোগ করতেছি তা শুধু আমারই প্রাপ্য। আমি বাঁচতেও চাই না, আবার মরতেও চাই না। আমি শুধুই আমার অন্তিম সময়ের জন্য অপেক্ষা করছি মাত্র।"

৫। মোদগল্যায়ণ ও সারীপুত্র বুদ্ধের শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম দুই প্রধান শিষ্য। যখন অন্য ধর্মীয় গুরুরা দেখলেন, পবিত্র জল স্বরূপ বুদ্ধের শিক্ষাকে দুঃখ-তপ্ত সকলেই পান করছেন, তখন তাঁরা ঈর্ষান্বিত হয়ে তাঁর শিক্ষার প্রসারতাকে প্রতিরোধ করার জন্যে নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে লাগলেন।

কিন্তু কোন প্রতিবন্ধকতা তাঁর শিক্ষা বিস্তারের পথকে রুদ্ধ করতে পারলো না। অন্য ধর্মানুসারীরা মোদগল্যায়ণকে হত্যা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন।

দু'বার তিনি তাদের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পেলেও তৃতীয়বারে তিনি অনেক বর্বরলোকদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েন এবং তারা তাঁকে আঘাত করতে থাকে।

তিনি জ্ঞান সাধনায় স্থিত থেকে, তাদের আঘাত শান্তভাবে গ্রহণ করতে লাগলেন, এতে যদিও তাঁর মাংস ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল ও হাঁড় চুর্ণবিচুর্ণ হয়ে পড়ছিল, তবুও তিনি শান্তভাবে মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছিলেন।